প্রজ্ঞা, প্রকাশ এবং পরাক্রমের আত্মা

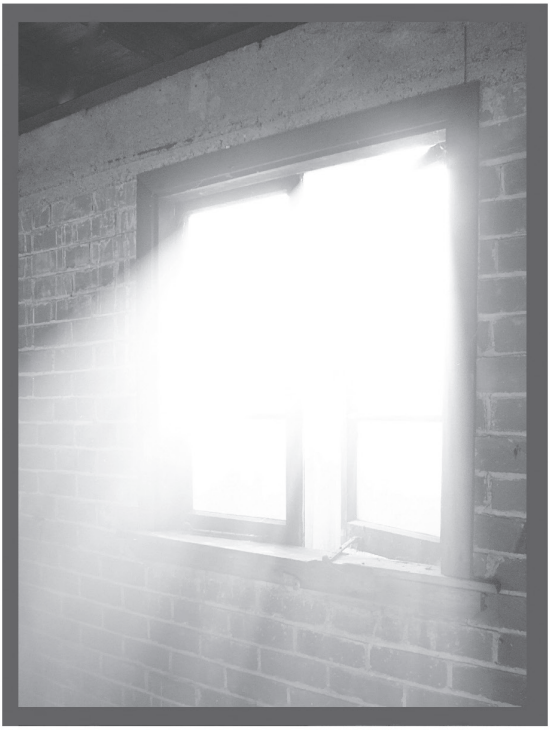

আশিস রাইচুর

শুধুমাত্র বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
অল পিপালস্ চার্চ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড আউটরিচ, বেঙ্গালুরু, ভারতবর্ষ দ্বারা মুদ্রিত ও বণ্টিত।
বর্তমান সংস্করণ: 2024

যোগাযোগ করার জন্য ঠিকানা
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

ফোন নম্বর: +91-80-25452617
ই-মেইল: bookrequest@apcwo.org
ওয়েবসাইট: apcwo.org

অন্যথায় নির্দেশিত না হলে, সমস্ত শাস্ত্রের উদ্ধৃতি বাংলা পুরাতন সংস্করণ, (BSI) বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে। বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা কপিরাইট © 2016। অনুমতি দ্বারা ব্যবহৃত। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।

অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব
অল পিপলস চার্চের সদস্য, অংশীদার এবং বন্ধুদের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এই প্রকাশনার বিনামূল্যে বিতরণ সম্ভব হয়েছে। আপনি যদি এই বিনামূল্যের প্রকাশনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা আপনাকে অল পিপলস চার্চ থেকে বিনামূল্যে প্রকাশনা মুদ্রণ এবং বিতরণে সহায়তা করার জন্য আর্থিকভাবে অবদান রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি যদি জানতে চান যে কীভাবে আপনি এই অবদান করতে পারেন, তাহলে অনুগ্রহ করে **apcwo.org/give** ওয়েবসাইটে যান অথবা এই পুস্তকের পিছনে "অল পিপলস চার্চ-এর সাথে অংশীদারিত্ব করুন" পৃষ্ঠাটি দেখুন। ধন্যবাদ!

বিনামূল্যের সম্পদ এবং সম্পর্কিত ওয়েবসাইটগুলি
প্রচার: apcwo.org/sermons | **পুস্তক:** apcwo.org/books | **চার্চ অ্যাপ:** apcwo.org/app
বাইবেল কলেজ: apcbiblecollege.org | **ই-লার্নিং:** apcbiblecollege.org/elearn
পরামর্শ দান: chrysalislife.org | **সঙ্গীত:** apcmusic.org
পরিচর্যাকারীদের সহভাগীতা: pamfi.org | **APC ওয়ার্ল্ড মিশনস্:** apcworldmissions.org

(Bengali—The Spirit of Wisdom, Revelation and Power)

প্রজ্ঞা, প্রকাশ এবং পরাক্রমের আত্মা

সূচীপত্র

1. প্রজ্ঞার আত্মা 1
2. প্রকাশের আত্মা 13
3. পরাক্রমের আত্মা 25

।

প্রজ্ঞার আত্মা

পিতা ও পুত্রের সাথে একসঙ্গে, পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর। এবং তিনি এই পৃথিবীতে আছেন—ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে দিয়ে গমনাগমন করেন। তিনি নিজেকে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করেন ও ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে দিয়ে কাজ করেন, এবং তাদেরকে বিভিন্ন কাজ করার জন্য সক্ষম করে তোলেন। এই অধ্যায়ে, পবিত্র আত্মার অনেকগুলি কাজের মধ্যে একটি কাজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো। আমাদের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের আত্মার কাজের এই দিকটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আমাদের প্রার্থনা এই যে অনেকেই উৎসাহিত হবে প্রজ্ঞার আত্মা হিসেবে ঈশ্বরের আত্মাকে অন্বেষণ ও অনুভব করার।

ঈশ্বরের আত্মা—তাঁর বিভিন্ন গুণ

যিশাইয় ।।:।,2

। আর যিশয়ের গুঁড়ি হইতে এক পল্লব নির্গত হইবেন, ও তাহার মূল হইতে উৎপন্ন এক চারা ফল প্রদান করিবেন।

2 আর সদাপ্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞার ও বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণার ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও সদাপ্রভুভয়ের আত্মা—তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন; আর তিনি সদাপ্রভুর-ভয়ে আমোদিত হইবেন।

যিশাইয় ভাববাদী সেই অভিষেকের বিষয়ে বলেছিলেন যা যীশুর পার্থিব পরিচর্যার সময়ে তাঁর উপর এসে অবতরণ করবে। তিনি মসীহের (অভিষিক্ত ব্যক্তি) উপর পবিত্র আত্মার সাতটি ভিন্ন ভিন্ন শক্তিযুক্ত করার কাজের বিষয় উপস্থাপনা করেছেন। তিনি সাতটি "শিরোনাম" ব্যবহার করেছেন, যার প্রত্যেকটি পবিত্র আত্মার একটি নির্দিষ্ট কাজ ও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছে। এখানে পবিত্র আত্মাকে এই ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

- সদাপ্রভুর আত্মা
- প্রজ্ঞার আত্মা
- বিবেচনার আত্মা
- মন্ত্রনার আত্মা
- পরাক্রমের আত্মা
- জ্ঞানের আত্মা, এবং
- সদাপ্রভুর ভয়ের আত্মা

এটা একটি সম্পূর্ণ তালিকা নয়, কারণ শাস্ত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে পবিত্র আত্মাকে আরও অন্যান্য "শিরোনাম" সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন সত্যের আত্মা, জীবনের আত্মা, সান্ত্বনাদানকারী, এবং ইত্যাদি। কিন্তু যেটা আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন, সেটা হল যে প্রত্যেকটি নাম অথবা শিরোনাম পবিত্র আত্মার পরিচয়ের ও কাজের একটি নির্দিষ্ট দিককে প্রকাশ করে। তিনি কে ও তিনি কী করেন, সেটা জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তখনই আমরা তাঁর সাথে একটা গভীর সহভাগীতা করতে পারব এবং আরও প্রচুর পরিমাণে আমাদের মধ্যে দিয়ে তাঁর কাজকে অনুভব করতে পারব।

ঈশ্বরের আত্মা—চিরকাল উপস্থিত, সর্বদা কার্যরত

যোহন 14:16
আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন।

পবিত্র আত্মা এখানে আমাদের জন্য রয়েছেন—সেই সকল মানুষদের জন্য যারা বিশ্বাস হেতু যীশু খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে। আমাদের সাথে থাকার জন্য, আমাদের মধ্যে কাজ করার জন্য, এবং আমাদের মধ্যে দিয়ে কাজ করার জন্য তিনি এখানে এসেছেন। তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি এখানে এমন কোনো রহস্যময়, অদৃশ্য শক্তি অথবা উপস্থিতি হিসেবে নেই, যার বিষয়ে আমরা শুধুমাত্র আলোচনা করি কিন্তু কখনই অভিজ্ঞতা করি না। না! তিনি যা, সেইভাবেই তিনি আমাদের কাছে নিজেকে উপস্থিত করার আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে

সেই সকল কাজগুলি করতে চান যা শুধুমাত্র তিনিই করতে পারেন। তিনি আমাদের মধ্যে জীবন প্রদান করার আকাঙ্ক্ষা করেন।

এই অধ্যায়ে, পবিত্র আত্মাকে দেওয়া একটি শিরনামের উপর লক্ষ্য কেন্দ্র করবো—প্রজ্ঞার আত্মা। প্রজ্ঞার আত্মা হিসেবে, তিনি আমাদের জীবনে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা—ঈশ্বরের প্রজ্ঞাকে প্রদান করে থাকেন। একটা অথবা দুটি বাক্যে ঈশ্বরের প্রজ্ঞাকে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। আমরা জানি যে এটা কোথায় শুরু হয় (গীতসংহিতা 111:10)। আমরা এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি জানি (যাকোব 3:17)। এবং তবুও, যেহেতু ঈশ্বরের প্রজ্ঞা অসীম (রোমীয় 11:33), কয়েকটি শব্দে ও বাক্যে এটাকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করা কঠিন। কেউ কেউ বলে যে সাধারণ অর্থে প্রজ্ঞা হল জ্ঞানকে ব্যবহার করার একটা ক্ষমতা। অন্যেরা বলেছেন যে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যগুলির গভীরে দেখতে পাওয়ার একটি ক্ষমতা। ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা—যা ঈশ্বরের থেকে আসে, যা প্রজ্ঞার আত্মা আমাদের জীবনে প্রদান করে থাকেন, তিনি এই সবকিছু এবং আরও অনেক বেশী।

এই অধ্যায়ে আমাদের অভিগমন হবে শাস্ত্রের মধ্যে লক্ষ্য করা এবং শেখা যে কীভাবে প্রজ্ঞার আত্মা অতীতে মানুষের জীবনে কাজ করেছেন। এটি আমাদের দেখাবে যে কীভাবে তিনি বর্তমানেও আমাদের মধ্যে দিয়ে কাজ করতে পারেন, কারণ তিনি পরিবর্তন হননি! এটি আমাদের বিশ্বাসকে উন্নত করবে ও আমাদের মধ্যে প্রজ্ঞার আত্মা হিসেবে ঈশ্বরের আত্মার কাজ করার প্রত্যাশাকে বৃদ্ধি দেবে। এবং অবশ্যই, অতীতে তিনি যেভাবে কাজ করেছেন, শুধু সেইভাবেই কাজ করার জন্য তিনি সীমাবদ্ধ নন। তিনি ঈশ্বর। প্রজ্ঞার আত্মা অবশ্যই নতুন ভাবে আমাদের মধ্যে কাজ করবেন।

সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রজ্ঞা—যোষেফ

আদিপুস্তক 41:28-40

28 আমি ফরৌণকে ইহাই বলিলাম; ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা ফরৌণকে দেখাইয়াছেন।

29 দেখুন, সমস্ত মিসর দেশে সাত বৎসর অতিশয় শস্যবাহুল্য হইবে।

30 তাহার পরে সাত বৎসর এমন দুর্ভিক্ষ হইবে যে, মিসর দেশে সমস্ত শস্যবাহুল্যের বিস্মৃতি হইবে, এবং সেই দুর্ভিক্ষে দেশ নষ্ট হইবে।
31 আর সেই পশ্চাদ্বর্ত্তী দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত দেশে পূর্ব্বকার শস্যবাহুল্যের কথা মনে পড়িবে না; কারণ তাহা অতীব কষ্টকর হইবে।
32 আর ফরৌণের নিকটে দুই বার স্বপ্ন দেখাইবার ভাব এই; ঈশ্বর ইহা স্থির করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর ইহা শীঘ্র ঘটাইবেন।
33 অতএব এখন ফরৌণ এক জন সুবুদ্ধি ও জ্ঞানবান্ পুরুষের চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে মিসর দেশের উপরে নিযুক্ত করুন।
34 আর ফরৌণ এই কর্ম্ম করুন; দেশে অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত করিয়া যে সাত বৎসর শস্যবাহুল্য হইবে, সেই সময়ে মিসর দেশ হইতে শস্যের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন।
35 তাঁহারা সেই আগামী শুভ বৎসরসমূহের ভক্ষ্য সংগ্রহ করুন, ও ফরৌণের অধীনে নগরে নগরে খাদ্যের জন্য শস্য সঞ্চয় করুন, ও রক্ষা করুন।
36 এইরূপে মিসর দেশে যে দুর্ভিক্ষ হইবে, সেই দুর্ভিক্ষের সাত বৎসরের নিমিত্ত সেই ভক্ষ্য দেশের জন্য সঞ্চিত থাকিবে, তাহাতে দুর্ভিক্ষে দেশ উচ্ছিন্ন হইবে না।
37 তখন ফরৌণের ও তাঁহার সকল দাসের দৃষ্টিতে এই কথা উত্তম বোধ হইল।
38 আর ফরৌণ আপন দাসদিগকে কহিলেন, ইহাঁর তুল্য পুরুষ, যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা আছেন, এমন আর কাহাকে পাইব?
39 তখন ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন, ঈশ্বর তোমাকে এই সকল জ্ঞাত করিয়াছেন, অতএব তোমার তুল্য সুবুদ্ধি ও জ্ঞানবান্ কেহই নাই।
40 তুমিই আমার বাটীর অধ্যক্ষ হও; আমার সমস্ত প্রজা তোমার বাক্য শিরোধার্য্য করিবে, কেবল সিংহাসনে আমি তোমা হইতে বড় থাকিব।

যোষেফের সম্বন্ধে একটি বিষয় যা আমাদের মুগ্ধ করে, সেটা হল ফরৌণের স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করে দেওয়া এবং সাত বছর ধরে প্রচুর ফসল হওয়ার পর সাত বছরের দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী করার পর তিনি সেখানেই থেমে থাকেননি। তিনি শুধুমাত্র সেই সমস্যাটির ভবিষ্যদ্বাণী করেননি যা সাত বছরের মধ্যে সমস্ত দেশ জুড়ে আছড়ে পড়তে চলেছে। তিনি সমাধানও যোগান দিয়েছিলেন! তিনি সেই সমস্যাটিকে সমাধান করার জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন! ঈশ্বর যিনি যোষেফকে স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম করেছিলেন, সেই একই ঈশ্বর তাঁকে প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন সেই সমস্যাটিকে সমাধান করার জন্য। ঈশ্বর নিঃসন্দেহে যোষেফের সঙ্গে ছিলেন (আদিপুস্তক 39:2)। ঈশ্বর যোষেফের জীবনে যা প্রদান করেছিলেন, সেটা তাকে "সুবুদ্ধি ও জ্ঞানবান" পুরুষ করে

তুলেছিল। এটা একটা প্রজ্ঞার আত্মার কাজের উদাহরণ। তিনি আমাদের প্রজ্ঞা দেন শুধুমাত্র আগামী ঘটনাগুলিকে বুঝতে পারার জন্য নয়, কিন্তু আগত সমস্যাগুলির একটা দৃঢ় ও কার্যকারী সমাধানকেও দেখতে পাওয়ার জন্য। যত বেশী আমরা প্রজ্ঞার আত্মার বিষয়ে শিখবো, তত বেশী আমরা বিচক্ষণতা ও বুদ্ধির সাথে চলাফেরা করতে পারব।

দক্ষতা পূর্ণ এবং কৌশল কাজ করার জন্য প্রজ্ঞা—সমাগমতাম্বুর কর্মচারীরা

যাত্রাপুস্তক 31:1-5

1 আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ,

2 আমি যিহূদা-বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেলের নাম ধরিয়া ডাকিলাম।

3 আর আমি তাহাকে ঈশ্বরের আত্মায়—জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় ও সর্ব্বপ্রকার শিল্প কৌশলে—পরিপূর্ণ করিলাম;

4 যাহাতে সে কৌশলের কার্য্য কল্পনা করিতে পারে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তলের কার্য্য করিতে পারে,

5 খচনার্থক মণি কাটিতে, কাষ্ঠ খুদিতে ও সর্ব্বপ্রকার শিল্পকার্য্য করিতে পারে।

ঈশ্বরের লোকেদের জন্য মিশর থেকে প্রতিশ্রুত দেশে যাত্রা করার যখন সময় এসেছিল, সমাগমতাম্বু নির্মাণ করার সময় এসেছিল, তখন তাদের কিছু কর্মচারীদের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই, ঈশ্বর বৎসলেল নামক একজন ব্যক্তিকে বেছে নিলেন এবং তাঁকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করলেন। ঈশ্বরের আত্মা বৎসলেলকে "দক্ষতা, ক্ষমতা ও জ্ঞান" প্রদান করেছিলেন যা তার জন্য প্রয়োজন ছিল আবাসতাম্বুর জন্য নকশা এবং কৌশলগত নমুনা তৈরি করতে একজন দক্ষ শিল্পী হতে। কী দারুণ! পবিত্র আত্মা একজন ব্যক্তিকে কৌশলগত কাজ করার দক্ষতা ও ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন! প্রজ্ঞার আত্মা আজও আমাদের জন্য তা করতে পারেন! এটা হয়তো নির্দিষ্ট ভাবে সোনা ও রূপোর কাজ করার জন্য দক্ষতা নয়, কারণ কৌশলগত কাজকে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে। আবারও, এটাকে শুধুমাত্র শিল্প দক্ষতাতে নয়, বরং অন্যান্য দক্ষতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা যেতে পারে। একজন ভাল ডাক্তার হওয়ার জন্য দক্ষতার প্রয়োজন, সুস্বাদু খাবার রান্না করার জন্য দক্ষতার প্রয়োজন, ভাল কম্পিউটারের প্রোগ্রাম লেখার জন্য দক্ষতার প্রয়োজন, লেখার জন্য দক্ষতার প্রয়োজন, কথা বলার

জন্য দক্ষতার প্রয়োজন, ইত্যাদি। প্রজ্ঞার আত্মা আমাদের জীবনে দক্ষতা, ক্ষমতা ও জ্ঞান প্রদান করেন।

এখন এই দৃশ্যটিকে ধরার চেষ্টা করুন, পাছে আমরা পবিত্র আত্মার কাজের একটা ভুল ধারণা পোষণ করি। এখানে আমরা বৎসলেলকে দেখতে পাই, একজন ব্যক্তি প্রজ্ঞার আত্মায় পরিপূর্ণ। আপনি কি তাকে প্রখর রোদ্দুরে, তাম্বুর নীচে ঘর্মাক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় কি কল্পনা করতে পারছেন, যিনি তার সরঞ্জামগুলি নিয়ে কাজ করছেন? এখানে কোন বিষয়টি বুঝতে পারা গুরুত্বপূর্ণ? যেহেতু পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে কর্মরত আছেন, এর অর্থ এই নয় যে আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে না! ঈশ্বরের আত্মা আমাদেরকে প্রজ্ঞা, দক্ষতা, ক্ষমতা, এবং জ্ঞান প্রদান করেন, কিন্তু আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে সেই কাজটিকে সম্পন্ন করার জন্য! **অলসতার কোনো স্থান সেখানে নেই।**

শিক্ষা দেওয়া ও নির্দেশ দেওয়ার প্রজ্ঞা—বৎসলেল

যাত্রাপুস্তক 35:30-34

30 পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলেন, দেখ, সদাপ্রভু যিহূদা-বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন;

31 আর তিনি তাঁহাকে ঈশ্বরের আত্মায়—জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, ও সর্ব্বপ্রকার শিল্প-কৌশলে পরিপূর্ণ করিলেন,

32 যাহাতে তিনি কৌশলের কার্য্য কল্পনা করিতে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তলের কার্য্য করিতে,

33 খচনার্থক মণি কাটিতে, কাষ্ঠ খুদিতে ও সর্ব্বপ্রকার কৌশলযুক্ত শিল্পকর্ম্ম করিতে পারেন।

34 আর এই সকলের শিক্ষা দিতে তাঁহার ও দানবংশীয় অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবের হৃদয়ে প্রবৃত্তি দিলেন।

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈশ্বরের আত্মা শুধুমাত্র বৎসলেলকে কৌশলগত কাজ করার দক্ষতা প্রদান করেননি, কিন্তু তাকে "সকলকে শিক্ষা" দেওয়ার দক্ষতাও প্রদান করলেন। আমাদের মধ্যে যা কিছু জ্ঞান ও দক্ষতা আছে, সেইগুলিকে ব্যবহার করা একটি বিষয়—অনেকেই উত্তম ভাবে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে ব্যবহার করতে পারে—কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা দক্ষতা অন্য কাউকে জ্ঞান প্রদান করা ও তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলা। অনেকেই সেটা করতে পারে না। এখানে আমরা লক্ষ্য

করতে পারি যে পবিত্র আত্মা বৎসলেলকে ও অহলীয়াবকে সেই দক্ষতা দিয়েছিলেন—তারা যে দক্ষতা লাভ করেছে, সেটা অন্যদেরকে শেখানো, প্রশিক্ষিত করে তোলার দক্ষতা। একই প্রজ্ঞার আত্মা এই কাজটি তাদের করতে সক্ষম করেছিলেন। প্রজ্ঞার আত্মা আমাদেরকেও "অন্যদেরকে শিক্ষা দেওয়ার" ক্ষমতা দিয়ে শক্তিযুক্ত করতে পারে।

নেতৃত্বের জন্য প্রজ্ঞা—যোষেফ, মোশি, যিহোশূয়, শলোমন

দ্বিতীয় বিবরণ 34:9
আর নূনের পুত্র যিহোশূয় বিজ্ঞতার আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, কারণ মোশি তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন; আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাঁহার কথায় মনোযোগ করিয়া মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিল।

2 বংশাবলি 1:10-12
10 আমি যেন এই লোকদের সাক্ষাতে বাহিরে যাইতে ও ভিতরে আসিতে পারি, সে জন্য এখন আমাকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দেও; কারণ তোমার এমন বৃহৎ প্রজাবৃন্দের বিচার করা কাহার সাধ্য?
11 তখন ঈশ্বর শলোমনকে কহিলেন, ইহাই তোমার মনে উদয় হইয়াছে; তুমি ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, গৌরব কিম্বা বৈরীদের প্রাণ যাচ্ঞা কর নাই, দীর্ঘায়ুও যাচ্ঞা কর নাই; কিন্তু আমি আমার যে প্রজাদের উপরে তোমাকে রাজা করিয়াছি, তুমি তাহাদের বিচার করিবার জন্য আপনার নিমিত্ত বুদ্ধি ও জ্ঞান যাচ্ঞা করিয়াছ।
12 বুদ্ধি ও জ্ঞান তোমাকে দত্ত হইল; অধিকন্তু তোমার পূর্ব্বে কোন রাজার যাদৃশ হয় নাই, এবং তোমার পরেও যাদৃশ হইবে না, তাদৃশ ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি ও গৌরব আমি তোমাকে দিব।

1 রাজাবলি 3:28
রাজা বিচারের এই নিষ্পত্তি করিলেন, তাহা শুনিয়া সমস্ত ইস্রায়েল রাজা হইতে ভীত হইল; কেননা তাহারা দেখিতে পাইল, বিচার করণার্থে তাঁহার অন্তরে ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান আছে।

এখানে আমরা ঈশ্বরের কয়েকজন লোকেদের উদাহরণ লক্ষ্য করি—যোষেফ, মোশি, এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা—যারা মহান নেতা হতে পেরেছিলেন প্রজ্ঞার আত্মার কারণে। যিহোশূয়, তিনি যখন মোশির থেকে নেতৃত্বের দায়িত্বভার লাভ করেছিলেন, সেই সময়ে তাকে প্রজ্ঞার আত্মা দেওয়া হয়েছিল। এটাই যিহোশূয়ের প্রয়োজন ছিল, ঈশ্বরের লোকেদের

একজন নেতা হতে। প্রজাদের উপর রাজত্ব করা ও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শলোমনের প্রজ্ঞা লাভ করার আকাঙ্খায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। প্রজ্ঞার আত্মা একজন ব্যক্তিকে একজন ধার্মিক ও সফল নেতা হতে সাহায্য করেন। এটাই মণ্ডলীর প্রয়োজন। এটাই জাতির, কোম্পানিগুলির ও সংস্থাগুলির প্রয়োজন। আমাদের এমন নেতার প্রয়োজন যারা প্রজ্ঞার আত্মায় পরিপূর্ণ। আপনি যদি কোনো প্রকারের নেতৃত্ব পদে থাকেন, তাহলে ঈশ্বরের আত্মার কাছ থেকে তাঁর প্রজ্ঞা অন্বেষণ করতে শিখুন আপনার দায়িত্বগুলিকে সফল ভাবে সম্পন্ন করার জন্য।

বুদ্ধিমান কৌশলের জন্য প্রজ্ঞা—দায়ূদ

। বংশাবলি 28:11,12,19

11 পরে দায়ূদ আপন পুত্র শলোমনকে বারাণ্ডার, তাহার কক্ষ সকলের, ভাণ্ডার সকলের, উপরিস্থ কুঠরী সকলের, ভিতর কুঠরী সকলের ও পাপাবরণ-সমন্বিত গৃহের আদর্শ দিলেন;

12 আত্মার দ্বারা যাহা যাহা তাঁহার মনে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকলের আদর্শ দিলেন। [তন্মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বস্তু এই এই,] সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণ সকল, ও চারিদিকের সকল কুঠরী, ঈশ্বরের গৃহের ভাণ্ডার সকল ও পবিত্রীকৃত বস্তুর ভাণ্ডার সকল।

19 [দায়ূদ কহিলেন], এ সমস্ত সদাপ্রভুর হস্তচালন ক্রমে রচিত লিপি; তিনি আদর্শের সমস্ত কার্য্য আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

দায়ূদের একটি ইচ্ছা ছিল মন্দির নির্মাণ করে ঈশ্বরের আরাধনা করতে। কিন্তু, ঈশ্বর তাকে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিগুলি নিতে বলেছিলেন এবং তার পুত্র শলোমনকে সেই মন্দির নির্মাণ করতে বলেছিলেন। মন্দির নির্মাণের জন্য দায়ূদ যে বস্তুগুলি নিয়ে এসেছিলেন, সেইগুলি যখন তার পুত্র, শলোমনকে হস্তান্তর করছিলেন, সেই বিষয়ে শাস্ত্র কী বলে তা লক্ষ্য করা আকর্ষণীয়। "পরে দায়ূদ আপন পুত্র শলোমনকে আত্মার দ্বারা যাহা যাহা তাঁহার মনে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকলের আদর্শ দিলেন"। কী দারুণ! মন্দির নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা ও কৌশলগুলি দায়ূদ ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা লাভ করেছিলেন। "সদাপ্রভুর হস্ত" একটি পুরাতন নিয়মের বাক্যাংশ যা পবিত্র আত্মার কাজকে চিহ্নিত করে। একই পবিত্র আত্মা—প্রজ্ঞার আত্মা, বর্তমানেও কর্মরত। তিনি কৌশল, পরিকল্পনা, এবং অন্যান্য বিষয় অলৌকিক ভাবে প্রদান করতে পারেন আমাদের মনের মধ্যে।

প্রাকৃতিক উপাদানগুলি ব্যবহার করার জন্য প্রজ্ঞা—কৃষক

যিশাইয় 28:23-29

23 তোমরা কাণ দেও, আমার রব শুন; কর্ণপাত কর, আমার বাক্য শুন।
24 বীজ বপন করিবার জন্য কৃষক কি সমস্ত দিন হাল বহে, ও মাটি খুঁড়িয়া ভূমির ঢেলা ভাঙ্গে?
25 ভূমিতল সমান করিলে পর সে কি মহুরী ছাড়ায় না, ও জীরা বপন করে না? এবং শ্রেণী শ্রেণী করিয়া গোম নিরূপিত স্থানে যব ও ক্ষেত্রের সীমাতে জনার কি বুনে না?
26 কারণ তাহার ঈশ্বর তাহাকে যথার্থ শিক্ষা দেন; তিনি তাহাকে জ্ঞান দেন।
27 বস্তুতঃ মহুরী হাতগাড়ী দ্বারা মর্দ্দন করা যায় না, এবং জীরার উপরে গাড়ীর চক্র ঘুরে না, কিন্তু মহুরী দণ্ড দিয়া ও জীরা যষ্টি দিয়া মাড়া যায়।
28 রুটীর শস্য চূর্ণ করিতে হয়; কারণ সে কখনও তাহা মর্দ্দন করিবে না; আর তাহার গাড়ীর চক্র ও তাহার অশ্বগণ তাহা ছড়ায় বটে, কিন্তু সে তাহা চূর্ণ করে না।
29 ইহাও বাহিনীগণের সদাপ্রভু হইতে হয়; তিনি মন্ত্রণাতে আশ্চর্য্য ও বুদ্ধিকৌশলে মহান্।

নিজেকে সেই সময়ে কল্পনা করুন যখন কোনো যন্ত্র ছিল না কৃষি কাজে কৃষকদের সাহায্য করার জন্য। কীভাবে কৃষকরা সেই জ্ঞান লাভ করেছিল যে তাদের কী কী করতে হবে—কীভাবে সে বীজের জন্য ভূমিকে প্রস্তুত করেছিল, কীভাবে সে ফসল কেটেছিল, ইত্যাদি? এই শাস্ত্রাংশ আমাদের শেখায় যে ঈশ্বর সদাপ্রভু, "যিনি প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিতে মহান", তিনিই কৃষকদের বুঝতে সাহায্য করেছিলেন যে তাদের কী কী প্রয়োজন। আরেক কথায়, ঈশ্বর কৃষকদের শিখিয়েছিলেন প্রাকৃতিক উপাদানগুলি ব্যবহার করতে। বর্তমানে এই প্রকারের কৃষিকাজের কৌশলগুলি আমাদের কাছে জানা আছে। কিন্তু, আরও অনেক উপাদান রয়েছে যা মানুষ এখনও পর্যন্ত ব্যবহার করে উঠতে পারেনি—শক্তির নতুন নতুন উৎস, নতুন নতুন রসায়নিক পদার্থ, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার, এবং আরও অনেক কিছু। পবিত্র আত্মা, যিনি হলেন প্রজ্ঞার আত্মা আমাদেরকে ঈশ্বরের পরামর্শ ও বুদ্ধি প্রদান করতে পারে পৃথিবীর উপাদানগুলি আবিষ্কার করা ও ব্যবহার করার জন্য।

শেখার জন্য প্রজ্ঞা—দানিয়েল এবং তার বন্ধুরা

দানিয়েল 1:17-20

17 আর ঈশ্বর সেই চারি জন যুবককে সমস্ত গ্রন্থে ও বিদ্যায় জ্ঞান ও পারদর্শিতা দিলেন;

আর সমস্ত দর্শন ও স্বপ্নকথায় দানিয়েল বুদ্ধিমান হইলেন।
18 পরে রাজা যে সময়ের শেষে সকলকে আনিবার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে নপুংসকগণের অধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে নবূখদ্‌নিৎসরের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।
19 তখন রাজা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন; আর তাঁহাদের মধ্যে দানিয়েল, হনানিয়, মীশায়েল ও অসরিয়, এই কয়েক জনের সমকক্ষ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না; এই জন্য তাঁহারা রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।
20 আর জ্ঞান ও বুদ্ধি-সংক্রান্ত যে কোন কথা রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার সমগ্র রাজ্যস্থ সমুদয় মন্ত্রবেত্তা ও গণক হইতে তাঁহাদিগকে দশগুণ অধিক বিজ্ঞ দেখিতে পাইলেন।

দানিয়েল 5:13,14
13 তখন দানিয়েল রাজার নিকটে আনীত হইলেন। রাজা দানিয়েলকে কহিলেন, তুমিই কি দানিয়েল সেই নির্ব্বাসিত যিহূদী লোকদের এক জন, যাহাদিগকে আমার পিতা মহারাজ যিহূদা দেশ হইতে আনিয়াছিলেন?
14 তোমার বিষয়ে আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, তোমার অন্তরে দেবগণের আত্মা আছেন, এবং দীপ্তি, বুদ্ধিকৌশল ও উৎকৃষ্ট জ্ঞান তোমার মধ্যে লক্ষিত হয়।

প্রজ্ঞার আত্মা আমাদেরকে বুদ্ধি, অন্তর্দৃষ্টি, এবং শেখার ক্ষমতা প্রদান করেন। ঈশ্বর দানিয়েল ও তার বন্ধুদেরকে জ্ঞান, বোধবুদ্ধি, এবং শেখার ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। এটা তাদেরকে উন্নত হতে সাহায্য করেছিল। সেই সময়ে পবিত্র আত্মা যা কিছু করেছিলেন, তিনি আজও একই কাজ করতে পারেন!

শিক্ষা দেওয়ার পরিচর্যাতে প্রজ্ঞা—যীশু

মথি 13:54
আর তিনি স্বদেশে আসিয়া লোকদের সমাজ-গৃহে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহারা চমৎকৃত হইয়া কহিল, ইহার এমন জ্ঞান ও এমন পরাক্রম-কার্য্য সকল কোথা হইতে হইল?

এই অধ্যায়ের শুরুতে, আমরা পবিত্র আত্মার অভিষেকের বিষয়ে পড়ি যা প্রভু যীশুর পার্থিব পরিচর্যা কালীন তাঁর উপর এসে অবস্থিতি করেছিল। প্রভু যীশু শিক্ষা দিতে লাগলেন, প্রচার করতে লাগলেন ও সুস্থ করতে লাগলেন। যীশুর শিক্ষাদানের পরিচর্যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল প্রজ্ঞা ও অলৌকিক ক্ষমতার প্রদর্শন। এমনটি বর্তমানেও হওয়া

উচিৎ! যারা শিক্ষাদানের পরিচর্যার জন্য আহূত, তারা যেন ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা ও অলৌকিক চিহ্ন প্রদর্শন করার জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়, যা পবিত্র আত্মার অভিষেকের কারণে প্রবাহিত হয়।

প্রজ্ঞার বাক্যের বরদান

১ করিন্থীয় ১2:7,8
7 কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়।
8 কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য।

মণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে পবিত্র আত্মার পরিচর্যার একটি দিক আত্মার বরদানগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। পবিত্র আত্মার বরদানগুলির মধ্যে একটি হল প্রজ্ঞার বাক্য। এটি হল একজন বিশ্বাসীর জীবনে, একজন অথবা একাধিক মানুষদের মঙ্গলের জন্য, ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার একটা দান। কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য, নেতৃত্বে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, কোনো নির্দেশ দেওয়াতে সাহায্য করার জন্য প্রজ্ঞার বাক্য দেওয়া যেতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য এটা আবদ্ধ নয় (পরিচর্যা, ব্যবসা, বিজ্ঞান, রান্না-বান্না, সম্পর্ক, ইত্যাদি) যেখানে ঈশ্বরের আত্মা প্রজ্ঞা প্রদান করেন। আমরা যেটা জানি যে ঈশ্বরের আত্মা বর্তমানেও মণ্ডলীর মধ্যে প্রজ্ঞার আত্মা হিসেবে কাজ করছে এবং আমাদের জীবনে তাঁর কাজকে আন্তরিক ভাবে আকাঙ্ক্ষা করি।

প্রজ্ঞা—তাঁকে আরও ভাল ভাবে জানার জন্য

ইফিষীয় ১:১7
যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর, প্রতাপের পিতা, আপনার তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানের ও প্রত্যাদেশের আত্মা তোমাদিগকে দেন।

১ করিন্থীয় ১:২১ক
কারণ, ঈশ্বরের জ্ঞানক্রমে যখন জগৎ নিজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পায় নাই...

আমাদের প্রজ্ঞা ও প্রকাশের আত্মার প্রয়োজন আমাদের ঈশ্বরকে আরও গভীর ভাবে জানার জন্য। জগতের প্রজ্ঞা আমাদেরকে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। আমরা যত অনবরত আমাদের

হৃদয়কে পবিত্র আত্মার দ্বারা পাওয়া প্রজ্ঞা ও প্রকাশের দিকে উন্মুক্ত করে দিই, ততই আমরা তাঁকে আরও গভীর ভাবে জানতে পারব।

চাবিকাঠি—পবিত্র আত্মার সাথে সহভাগীতা করা

পবিত্র আত্মা আমাদের সাথে আছেন যাতে আমরা দৈনন্দিন জীবনে তাঁর অভিজ্ঞতা পূর্ণ ভাবে লাভ করতে পারি। আমরা যত তাঁর উপর নির্ভর করতে শিখবো ও তিনি যা দেন, সেইগুলি গ্রহণ করতে শিখবো, ততই আমরা তাঁর কাজকে আমাদের জীবনে উপলব্ধি করতে পারব। তিনি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করেন, যা আমাদের আহ্বানের উপর নির্ভর করে। কোনো কোনো মানুষদেরকে নেতৃত্ব পদের জন্য আহ্বান করা হয় এবং তাদের দায়িত্বকে পূর্ণ করার জন্য প্রজ্ঞার আত্মার প্রয়োজন হয়। অন্যদেরকে অন্যান্য কিছু করার জন্য আহ্বান করা হয়। আপনার পেশা / ভূমিকা / আহ্বানের উপর নির্ভর করে, আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শক্তিযুক্ত করার জন্য আপনার প্রজ্ঞার আত্মার প্রয়োজন। কিন্তু প্রত্যেকেই যেন ঈশ্বরের আত্মার উপর ও তাঁর দ্বারা দেওয়া প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে। আমাদেরকে অনবরত তাঁর সাথে সহভাগীতায় গমনাগমন করতে হবে—তাঁর সাথে কথা বলতে হবে, আমাদের প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা তাঁর কাছ থেকে চাইতে হবে, এবং তাঁর পরিচালনার অধীনে নিজেদেরকে সমর্পণ করতে হবে। তাঁর নির্দেশগুলি অনুসরণ করতে আমরা যেন ভয় না পাই। এটি একটি সম্পর্ক যা সময়ের সাথে সাথে গড়ে ওঠে। যত বেশী আপনি তাঁকে জানবেন, তত বেশী আপনি তাঁকে আবিষ্কার করতে পারবেন। পবিত্র আত্মাকে একজন প্রজ্ঞার আত্মা হিসেবে আপনার জীবনে আবিষ্কার করুন!

2

প্রকাশের আত্মা

স্বর্গে এক ঈশ্বর আছেন যিনি গুপ্ত বিষয়গুলি প্রকাশ করেন

দানিয়েল 2:19-23,27,28ক

19 তখন রাত্রিকালীন দর্শনে দানিয়েলের কাছে ঐ নিগূঢ় বিষয় প্রকাশিত হইল; তখন দানিয়েল স্বর্গের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন।

20 দানিয়েল কহিলেন, ঈশ্বরের নাম যুগে যুগে চিরকাল ধন্য হউক, কেননা জ্ঞান ও পরাক্রম তাঁহারই।

21 তিনিই কাল ও ঋতু পরিবর্ত্তন করেন; রাজাদিগকে পদভ্রষ্ট করেন, ও রাজাদিগকে পদস্থ করেন; তিনি জ্ঞানীদিগকে জ্ঞান দেন, বিবেচকদিগকে বিবেচনা দেন।

22 তিনিই গভীর ও গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করেন, অন্ধকারে যাহা আছে, তাহা তিনি জানেন, এবং তাঁহার কাছে জ্যোতিঃ বাস করে।

23 হে আমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি, তুমি আমাকে জ্ঞাত ও সামর্থ্য দিয়াছ, আমরা তোমার কাছে যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা আমাকে এখন জানাইলে; তুমি রাজার স্বপ্ন আমাদিগকে জানাইলে।

27 দানিয়েল রাজার সাক্ষাতে উত্তর করিয়া কহিলেন, মহারাজ যে নিগূঢ় কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা বিদ্বান্ কি গণক কি মন্ত্রবেত্তা কি জ্যোতির্ব্বেত্তারা মহারাজকে জানাইতে পারে না;

28 কিন্তু ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, তিনি নিগূঢ় বিষয় প্রকাশ করেন।

যখন রাজা নবূখদ্‌নিৎসর দাবী করেছিলেন যে তার রাজ্যের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ও যাদুকরেরা তার স্বপ্নটিকে খুঁজে বের করুন ও তার অর্থ বের করুক, তারা সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কীভাবে একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তির স্বপ্নকে জানতে পারবে! কিন্তু দানিয়েল, যদিও একজন যুবক ছিলেন, তিনি তাঁর ঈশ্বরের বিষয়ে জানতেন। দানিয়েল জানতেন যে স্বর্গের ঈশ্বর, বাইবেলের ঈশ্বর, "গভীর ও গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করেন"। ঈশ্বর জানেন "অন্ধকারে যাহা আছে"—যে বিষয়গুলি মানুষের কাছে অজানা। যে জ্যোতি অন্ধকারকে দূর করে ও গুপ্ত বিষয়কে উন্মোচন করে, তা তাঁর কাছে রয়েছে। তাই দানিয়েল তার বন্ধুদের সাথে প্রার্থনা

করলেন। ঈশ্বর তাদের প্রার্থনার উত্তর দিলেন ও দানিয়েল যা কিছু জানার প্রয়োজন ছিল, তা তিনি তাকে প্রকাশ করলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত বিষয়গুলিকে প্রকাশ করেন। একটি গুপ্ত বিষয় অথবা রহস্যময় বিষয় হল এমন একটা তথ্য যা বর্তমানে আমাদের কাছে জানা নেই। ঈশ্বর আপনার কাছে রহস্যময় বিষয়গুলিকে উদ্ঘাটন করতে পারেন। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিষয়গুলি আপনাকে জানাতে পারেন। ঈশ্বর যে তথ্যগুলি আপনার কাছে প্রকাশ করবেন সেইগুলি আপনার জীবনে সরাসরি নির্দেশ ও পরামর্শ নিয়ে আসতে পারে। এটি এমন একটি তথ্য হতে পারে যা ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে অথবা অন্য কাউকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন দানিয়েলের ক্ষেত্রে ঘটেছিল, এটি ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা হতে পারে যা ঈশ্বর করতে চলেছেন। যীশুর ক্ষেত্রে যেমন, কূয়ার ধারে তিনি শমরীয়া নারীর সাথে কথা বলেছিলেন (যোহন 4), এটি কোনো একজন ব্যক্তির জীবনে একটি গোপন পাপ হতে পারে যেটার সংশোধন ও অনুতাপের প্রয়োজন আছে। এটি কোনো একজন ব্যক্তির চরিত্রের প্রকাশ হতে পারে—বাস্তবে তারা কীরকম। এটার একটা উদাহরণ দেখতে পাই যখন *"যীশু নথনেলকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার বিষয়ে কহিলেন, ঐ দেখ, এক জন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যাহার অন্তরে ছল নাই। নথনেল তাঁহাকে কহিলেন, আপনি কিসে আমাকে চিনিলেন?"* (যোহন 1:47,48)। ঈশ্বর অন্যান্য মানুষদের চিন্তাভাবনা এবং উদ্দেশ্যগুলিকে প্রকাশ করতে পারেন। যেমন উদাহরণ, আমরা পড়ি, *"তাহারা মনে মনে এইরূপ তর্ক করিতেছে, ইহা যীশু তৎক্ষণাৎ আপন আত্মাতে বুঝিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা মনে মনে এমন তর্ক কেন করিতেছ?"* (মার্ক 2:8)। ঈশ্বর মানুষদের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে পারেন যাদের সাথে আপনি ওঠা বসা করেন, যাতে তিনি আপনাকে রক্ষা করতে পারেন। যেমন উদাহরণ, ইলিশা ভাববাদী ইস্রায়েলের রাজাকে অরাম রাজার যুদ্ধের পরিকল্পনার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন, এবং এই ভাবে তিনি তাকে বিপদের মুখ থেকে রক্ষা করেছিলেন। *"এই বিষয়ের জন্য অরামের রাজার হৃদয় উদ্বিগ্ন হইল, তিনি আপন দাসগণকে ডাকিয়া কহিলেন, আমাদের মধ্যে কে ইস্রায়েলের রাজার পক্ষীয়, তাহা কি তোমরা আমাকে বলিবে না? তখন তাঁহার দাসদের মধ্যে এক জন কহিল, হে আমার প্রভু মহারাজ, কেহ নয়; কিন্তু আপনি আপন শয়নাগারে যে সকল*

কথা বলেন, সে সকল ইস্রায়েলস্থ ভাববাদী ইলীশায় ইস্রায়েলের রাজাকে জ্ঞাত করেন" (2 রাজাবলি 6:11,12)। ঈশ্বর পার্থিব বিষয় এবং অদৃশ্য জগতের বিষয়গুলিও আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন।

এই পুস্তকটি লক্ষ্য কেন্দ্র করে আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার প্রকাশ করার কাজের উপর। প্রকাশের প্রয়োজন এবং প্রকাশের আত্মা হিসেবে পবিত্র আত্মার কাজের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে প্রকাশের আত্মা হিসেবে আপনি যেন পবিত্র আত্মার কাজকে আপনার জীবনে অনুভব করতে পারেন।

যখন সেই আত্মা আসবে

যোহন 16:13-15

13 পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।

14 তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।

15 পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে জানাইবেন।

পবিত্র আত্মা হলেন প্রকাশের আত্মা। তিনি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সত্যকে প্রকাশ করে থাকেন। তিনি আমাদের সাথে কথা বলেন এবং পিতার হৃদয়কে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। পবিত্র আত্মা আমাদের সাথে সেই বিষয়ে নিয়ে কথা বলেন যা প্রভু যীশু আমাদেরকে জানাতে চান। তিনি আমাদেরকে "আগত বিষয়েও" বলেন। এই সবকিছু হল মণ্ডলীর প্রতি পবিত্র আত্মার বর্তমানের পরিচর্যা। বিশ্বাসী হিসেবে, আমরা যেন সেই প্রকাশ লাভের আকাঙ্ক্ষা করি যা ঈশ্বরের আত্মা আমাদের জীবনে নিয়ে আসতে পারেন। পবিত্র আত্মার কাছে যাচঞা করুন যাতে তিনি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পিতার হৃদয় আপনাকে বলেন—আপনার পেশা, আপনার বিবাহ, একটি ভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া, এবং ইত্যাদি। পবিত্র আত্মার কাছে যাচঞা করুন যে তিনি যেন আপনার সাথে কথা বলেন ও ভবিষ্যতের বিষয়গুলির জন্য আপনাকে প্রস্তুত করেন, সেই বিষয়গুলির

জন্য যা পিতা আপনার জন্য প্রস্তুত করেছেন। প্রকাশের আত্মা হিসেবে পবিত্র আত্মার কাছে আপনার জীবনকে খুলে দিন।

প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বাসীদের জীবনে ঐশ্বরিক প্রকাশের স্থান কোথায়? আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অথবা স্কুলে-কলেজে যে শিক্ষাগুলি লাভ করে থাকি, সেইগুলি ছাড়া অন্যান্য ও ঊর্ধ্ব বিষয় সম্পর্কে জানা কেন আমাদের প্রয়োজন?

পিতাকে জানা

মথি ১১:২৭
সকলই আমার পিতা কর্ত্তৃক আমাকে সমর্পিত হইয়াছে; আর পুত্রকে কেহ জানে না, কেবল পিতা জানেন, এবং পিতাকে কেহ জানে না, কেবল পুত্র জানেন, এবং পুত্র যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, সে জানে।

ইফিষীয় ১:১৭
যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর, প্রতাপের পিতা, আপনার তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানের ও প্রত্যাদেশের আত্মা তোমাদিগকে দেন।

কেউ পিতাকে জানতে পারে না, শুধুমাত্র তারাই জানতে পারে, যাদের কাছে প্রভু যীশু পিতাকে প্রকাশ করেন। পিতার সাথে ঘনিষ্ঠতা কোনো নিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল নয়। এটা কোনো গভীর বুদ্ধিগত নিরীক্ষণের পরিণামও নয়। এটি কোনো প্রকারের ধর্মীয় অংশগ্রহণের পরিণামও নয়। আমরা পিতাকে জানতে পারি কারণ প্রভু যীশু তাঁর আত্মা দ্বারা পিতাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে থাকেন। আমাদের কাছে ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞান থাকতে পারে এবং এই জ্ঞানটি সঠিকও হতে পারে। কিন্তু তাঁর বিষয়ে জানা ও তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানা এক বিষয় নয়। শিক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বরের বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। **কিন্তু তাঁকে জানতে পারা সরাসরি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আসে।**

পুত্রকে জানা

মথি 16:15-17
15 তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?
16 শিমোন পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন, আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।
17 যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে যোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

যোহন 14:21
যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া সে সকল পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে; আর যে আমাকে প্রেম করে, আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন; এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিব, আর আপনাকে তাহার কাছে প্রকাশ করিব।

প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রভু যীশুকে জানতে পারি। তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কালের অধিকাংশ ধর্মীয় লোকেদের মতো, বর্তমানের অনেক শিক্ষিত মানুষেরাও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। তারা খ্রীষ্টের উপহাস করে এবং তাদের পার্থিব শিক্ষাদীক্ষায় শ্লাঘা করে। তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে তারা কতটা মূর্খ অথবা তাদের অজ্ঞানতার মাত্রা কতটা। যেহেতু তাদের হৃদয় শক্ত হয়ে গিয়েছে, তারা সেই প্রকাশ গ্রহণ করতে পারে না যা ঈশ্বরের আত্মা তাদের কাছে নিয়ে আসতে চান। সুতরাং, তাদের অজ্ঞানতা তাদেরকে ঈশ্বরের জীবনের থেকে আলাদা করে দিয়েছে (ইফিষীয় 4:18)। শুধুমাত্র যখন আমরা আমাদের হৃদয়কে ছোট্ট শিশুর মতো নম্র করি, তখনই আমরা ঈশ্বরের আত্মা থেকে প্রকাশ লাভ করতে পারি।

যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত প্রকাশে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য, আমাদেরকে অবশ্যই প্রেমে ও বাধ্যতায় তাঁর দিকে এগিয়ে চলতে হবে। যীশু বলেছেন যে তিনি নিজেকে সেই সকল মানুষদের কাছে প্রকাশ করবেন যারা তাঁর বাধ্য হয়ে চলে। তিনি নিজেকে আমাদের কাছে যতটা প্রকাশ করেছেন, তার চেয়ে বেশী আমরা তাঁকে অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে পারি না। আমরা তাঁকে অন্যদের কাছে ততটাই প্রকাশ করতে পারি যতটা আমরা তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে জেনেছি।

ঈশ্বরের কাজগুলিকে বুঝতে পারা

মথি 11:20,25,26

20 তখন যে যে নগরে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরাক্রম-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তিনি সেই সকল নগরকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, কেননা তাহারা মন ফিরায় নাই—

25 সেই সময়ে যীশু এই কথা কহিলেন, হে পিতঃ হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের হইতে এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ;

26 হাঁ, পিতঃ, কেননা ইহা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হইল।

প্রেরিত্ 4:13,14

13 তখন পিতরের ও যোহনের সাহস দেখিয়া, এবং ইহাঁরা যে অশিক্ষিত সামান্য লোক, ইহা বুঝিয়া, তাঁহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং চিনিতে পারিলেন যে, ইহাঁরা যীশুর সঙ্গে ছিলেন।

14 আর ঐ আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহাঁদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া কিছুই বিরুদ্ধে বলিতে পারিলেন না।

"বিজ্ঞ ও বুধিমানেরা" যীশুর অলৌকিক কাজগুলিকে বুঝতে অক্ষম ছিল, যা তিনি তাঁর পার্থিব পরিচর্যার সময়কালে করেছিলেন। তারা ঈশ্বরের মহান কাজকে যুক্তির সাহায্যে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিল, "হয়তো এটা একটা প্রতারণা, হয়তো এটা মন্দ আত্মার একটা কাজ। এটা ঈশ্বরের কাজ হতে পারে না"। কিন্তু, পিতর ও যোহনের মতো অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষেরা, যারা "ছোট শিশুর মতো" যীশুকে অনুসরণ করেছিল, তাঁর অলৌকিক কাজগুলিকে বুঝতে পেরেছিলেন। তাদের কাছে এটা প্রকাশ করা হয়েছিল যে এইগুলি হল ঈশ্বরের প্রকৃত কাজ। তারা এই প্রকাশ লাভ করেছিল যে যীশুর নামেতে এবং তাদের সরল বিশ্বাসের কারণে তারা খ্রীষ্টের মতো কাজ করতে পারবে। বাস্তবে, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পর, এই ব্যক্তিরা আরোগ্যতার পরিচর্যা ও ঈশ্বরের শক্তির প্রদর্শনের পরিচর্যা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় এই যে, বর্তমানে অনেক "বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান" খ্রীষ্টিয় ঈশ্বরতত্ত্ববীদেরা, প্রচারকেরা এবং শিক্ষকেরা ঈশ্বরের কাজকে বুঝতে পারে না। অনেকেই অধিক সময় অতিবাহিত করে আমাদের সময়ে অলৌকিক কাজ ও চিহ্ন কাজগুলি নিয়ে তর্ক বিতর্ক করাতে। কিন্তু তবুও, অনেক "অশিক্ষিত ও সাধারণ" পুরুষ

ও মহিলারা তাদের পরিচর্যাতে ঈশ্বরের মহান কাজগুলিকে অনুভব করতে থাকে। ঈশ্বরের অলৌকিক কাজগুলিকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রকাশের প্রয়োজন।

ঈশ্বরের রাজ্যের গুপ্ত বিষয়গুলিকে উপলব্ধি করা

মথি 13:10-16

10 পরে শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি জন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা উহাদের নিকটে কথা কহিতেছেন?

11 তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তোমাদিগকে জানিতে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই।

12 কেননা যাহার আছে, তাহাকে দেওয়া যাইবে, ও তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে।

13 এই জন্য আমি তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা বলিতেছি, কারণ তাহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না, এবং বুঝেও না।

14 আর তাহাদের সম্বন্ধে যিশাইয়ের এই ভাববাণী পূর্ণ হইতেছে, "তোমরা শ্রবণে শুনিবে, কিন্তু কোন মতে বুঝিবে না; আর দৃষ্টিতে দেখিবে, কিন্তু কোন মতে জানিবে না;

15 কেননা এই লোকদের হৃদয় অসাড় হইয়াছে, শুনিতে তাহাদের কর্ণ ভারী হইয়াছে, ও তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে, পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, আর কর্ণে শুনে, হৃদয়ে বুঝে, এবং ফিরিয়া আইসে, আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি।"

16 কিন্তু ধন্য তোমাদের চক্ষু, কেননা তাহা দেখে, এবং তোমাদের কর্ণ, কেননা তাহা শুনে।

প্রকাশ আমাদেরকে অনুতাপের দিকে পরিচালনা করে। অনুতাপ আমাদের জীবনে পরিত্রাণ নিয়ে আসে (সম্পূর্ণ ব্যক্তির আরোগ্যতা)। প্রকাশ হল আমাদের আত্মিক চোখকে খুলে দেওয়া, আমাদের আত্মিক কানকে খুলে দেওয়া, এবং আমাদের আত্মিক হৃদয়কে খুলে দেওয়া, যাতে আমরা আত্মিক সত্যটিকে উপলব্ধি করতে পারি। এটি আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে সত্যকে আলিঙ্গন করার প্রয়োজন রয়েছে। যখন আমরা আমাদের মূর্খতাকে ত্যাগ করি, ঘুরে দ্বারাই, এবং সত্যকে গ্রহণ করি, সেটাই হল অনুতাপ। তখনই ঈশ্বর সুস্থতা নিয়ে আসেন। (যদিও এমনও সময় আসতে পারে যখন ঈশ্বর প্রথমে অলৌকিক কাজ করেন লোকেদের চোখ খোলার জন্য এবং তারপর তাদেরকে অনুতাপের দিকে পরিচালনা করেন)।

ঈশ্বরের আত্মার প্রকাশের মধ্যে দিয়েই আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের গুপ্ত বিষয়গুলিকে বুঝে থাকি। পবিত্র আত্মা যখন আমাদের হৃদয় ও মনের উপর আলোকপাত করেন, তখন আমরা আত্মিক নীতিগুলি এবং ঈশ্বরের পথগুলিকে বুঝতে শুরু করি। ঈশ্বরের লোক হিসেবে, আজকে আমাদের শুধু তত্ত্বজ্ঞান নয়, বরং প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে। আত্মিক বিষয়গুলিতে আমাদের শিক্ষা দরকার, কিন্তু তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের প্রকাশের প্রয়োজন সেই সকল তত্ত্বজ্ঞানগুলিকে বোঝার জন্য যা খ্রীষ্টের দেহের কাছে দেওয়া হয়েছে।

শাস্ত্রের প্রকাশ

দ্বিতীয় বিবরণ 29:29

নিগূঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগে যুগে আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা আমরা পালন করিতে পারি।

I পিতর 1:10-12

10 সেই পরিত্রাণের বিষয় ভাববাদিগণ সযত্নে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহের বিষয়ে ভাববাণী বলিতেন।

11 তাঁহারা এই বিষয় অনুসন্ধান করিতেন, খ্রীষ্টের আত্মা, যিনি তাঁহাদের অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও তদনুবর্ত্তী গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন তিনি কোন্ ও কি প্রকার সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

12 তাঁহাদের কাছে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা আপনাদের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদেরই জন্য ঐ সকল বিষয়ের পরিচারক ছিলেন; সেই সকল বিষয় যাঁহারা স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার গুণে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা এখন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা গিয়াছে; আর স্বর্গদূতেরা হেঁট হইয়া তাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

ইফিষীয় 3:3-5

3 ফলতঃ প্রত্যাদেশ দ্বারা সেই নিগূঢ়তত্ত্ব আমাকে জ্ঞাত করা হইয়াছে, যেমন আমি পূর্ব্বে সংক্ষেপে লিখিয়াছি;

4 তোমরা তাহা পাঠ করিলে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় নিগূঢ়তত্ত্বে আমার ব্যুৎপত্তি বুঝিতে পারিবে।

5 বিগত পুরুষপরম্পরায় সেই নিগূঢ়তত্ত্ব মনুষ্যসন্তানদিগকে এইরূপে জ্ঞাত করা যায় নাই, যেরূপে এখন আত্মাতে তাঁহার পবিত্র প্রেরিত ও ভাববাদিগণের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছে।

গীতসংহিতা 119:18

আমার নয়ন খুলিয়া দেও, যেন আমি দর্শন করি, তোমার ব্যবস্থায় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় দেখি।

শাস্ত্র—ঈশ্বরের লিখিত বাক্য—হল অনেক অদৃশ্য সত্যের প্রকাশ। এইগুলি প্রকাশের দ্বারা দেওয়া হয়েছে। এইগুলি বর্তমানে প্রকাশের দ্বারা বুঝতে পারা সম্ভব। যে ভাববাদীরা ঈশ্বরের বাক্যকে লিখেছেন, তারা সেই বাক্যকে প্রকাশের দ্বারা পেয়েছেন। ঈশ্বরের আত্মা তাদের মধ্যে কাজ করেছিলেন ও তাদেরকে প্রকাশ দিয়েছিলেন ও ঈশ্বরের গুপ্ত বিষয়গুলি জানতে সাহায্য করেছিলেন। তারপর এইগুলিকে আমাদের উপকারের জন্য লেখা হয়েছিল। আজকে আমরা লিখিত শাস্ত্রের দিকে যখন তাকাই, তখন আমাদের চোখকে খোলা রাখতে হবে। আত্মা যিনি শাস্ত্রকে লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন, সেই একই আত্মা যেন আমাদের চোখকে আলোকপাত করেন যাতে আমরা শাস্ত্রে লেখা অসাধারণ বিষয়গুলিকে দেখতে পাই।

পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে

1 করিন্থীয় 2:9-12

9 কিন্তু, যেমন লেখা আছে, "চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই। যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।"
10 কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁহার আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন, ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকলও অনুসন্ধান করেন।
11 কারণ মনুষ্যের বিষয়গুলি মনুষ্যদের মধ্যে কে জানে? কেবল মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মা জানে; তেমনি ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেহ জানে না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানেন।
12 কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি।

এমনও বিষয় রয়েছে যা মানুষ দেখেনি, শোনেনি অথবা কল্পনাও করেনি—সেই বিষয়গুলি যা ঈশ্বর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা তাঁকে প্রেম করে। এই ধরণের বিষয়গুলি আমাদের জন্য, খ্রীষ্টের দেহের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ঈশ্বর এইগুলি তাঁর আত্মা দ্বারা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের জন্যই শাস্ত্রে লিখে রাখা হয়েছে। খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে পবিত্র আত্মার অনবরত প্রকাশের কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, এবং এটা সেই প্রকাশ যা আমরা বর্তমানে বুঝতে পারি।

খ্রীষ্টের দেহ একটি যাত্রায় রয়েছে, ধীরে ধীরে সেই বিষয়গুলি আরও বেশী ভাবে উপলব্ধি করতে পারছে যা ঈশ্বর আমাদেরকে বিনামূল্যে দিয়েছেন। এটি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, স্থানীয় মণ্ডলীর জীবনে ও সমস্ত বিশ্ব জুড়ে প্রত্যেক সহভাগীতার ক্ষেত্রে সত্য। ঈশ্বর কিছু বিষয় আমাদের জন্য পরিকল্পনা করে রেখেছেন যা তিনি তাঁর আত্মা দ্বারা আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। আমাদেরকে এই বিষয়গুলির প্রকাশ লাভ করতে হবে যাতে আমরা সেই বিষয়গুলির জন্য অনুধাবন করতে পারি যা তিনি আমাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন।

প্রকাশের আত্মা এবং প্রকাশের বরদান

১ করিন্থীয় ১২:৭,৮,১০

৭ কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়।

৮ কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য,

১০ আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়।

বিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বরের আত্মার উপস্থিতি ও কাজ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেগুলিকে আমরা পবিত্র আত্মার নয়টি বরদান হিসেবে জানি, সেইগুলি হল পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও কাজের বহিঃপ্রকাশ। এই বরদানগুলির মধ্যে অনেকগুলির মধ্যে পবিত্র আত্মার প্রকাশের কাজ রয়েছে যা তিনি মানুষের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করে থাকেন, যাদের মধ্যে তিনি সেই মুহূর্তে কাজ করছেন। মানুষের কাছে এমন কিছু প্রকাশ করা হয়ে থাকে যা প্রজ্ঞার বাক্যকে, জ্ঞানের বাক্যকে, ভাববাণীর বাক্যকে প্রকাশ করে অথবা আত্মিক জগতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি খুলে দেয়।

প্রকাশের আত্মা এবং অন্যান্য ভাষায় প্রার্থনা

১ করিন্থীয় ১৪:২

কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বলে; কারণ কেহ তাহা বুঝে না, বরং সে আত্মার নিগূঢ়তত্ত্ব বলে।

যখন আমরা নানাবিধ ভাষায় প্রার্থনা করি, তখন আমরা নিগূঢ়তত্ত্ব বলে থাকি। আমরা এমন বিষয় বলি যা সম্পর্কে আমাদের মন কিছু জানে না। যখন আমরা বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তখন আমরা পবিত্র আত্মাকে অনুমতি দিই প্রকাশের আত্মা হিসেবে, মধ্যস্ততার আত্মা হিসেবে এবং আরও কিছু হিসেবে আমাদের মধ্যে দিয়ে কাজ করার জন্য। আমরা লোকেদের জন্য, স্থানের জন্য ও ঘটনার জন্য প্রার্থনা করতে পারি যার বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো তত্ত্বজ্ঞানই থাকে না, কারণ পবিত্র আত্মা আমাদের আত্মার মধ্যে দিয়ে সেই নিগূঢ়তত্ত্ব বিষয়গুলিকে বলতে সক্ষম করেন।

প্রকাশের আত্মা এবং বাক্যের পরিচর্যা

১ করিন্থীয় ১4:6
এখন, হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের নিকটে আসিয়া যদি বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলি, কিন্তু তোমাদের কাছে প্রত্যাদেশ কিম্বা জ্ঞান কিম্বা ভাববাণী কিম্বা উপদেশক্রমে কথা না বলি, তবে আমা হইতে তোমাদের কি উপকার দর্শিবে?

যখন একজন ব্যক্তি বাক্যের পরিচর্যা করে থাকেন, তখন সেই ব্যক্তি প্রকাশ, জ্ঞান, ভাববাণী, অথবা নির্দেশ প্রদান করে থাকেন। প্রকাশ হল আত্মিক সত্যের উদ্ঘাটন করা। ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যাকারী হিসেবে, আমাদেরকে অবশ্যই শিখতে হবে প্রকাশের আত্মার উপর নির্ভর করতে। তিনি আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যকে প্রকাশ করবেন যা কোনো একটা সময়ে বলা হয়েছে। প্রকাশের আত্মা হিসেবে, তিনি সেই মানুষদের চোখ খুলে দেন যাদের কাছে সত্যকে উপস্থাপনা করা হয়েছে। তিনি যদি উপস্থিত না থাকেন, তাহলে বাক্যের পরিচর্যা করার আমাদের প্রচেষ্টা কোনো প্রকারের আত্মিক উন্মোচন সৃষ্টি করবে না।

প্রকাশের আত্মা এবং ভাববাণী বলার পরিচর্যা

আমোষ 3:7
নিশ্চয়ই প্রভু সদাপ্রভু আপনার দাস ভাববাদিগণের নিকটে আপন গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ না করিয়া কিছুই করেন না।

। করিন্থীয় ।4:29-3।
29 আর ভাববাদীরা দুই কিম্বা তিন জন করিয়া কথা বলুক, অন্য সকলে বিচার করুক।
30 কিন্তু এমন আর কাহারও কাছে যদি কিছু প্রকাশিত হয়, যে বসিয়া রহিয়াছে, তবে প্রথম ব্যক্তি নীরব থাকুক।
31 কারণ তোমরা সকলে এক এক করিয়া ভাববাণী বলিতে পার, যেন সকলেই শিক্ষা পায়, ও সকলেই আশ্বাসিত হয়।

প্রকাশের আত্মা ভাববাণী বলার পরিচর্যার মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী ভাবে কাজ করেন। ঈশ্বরের আত্মা ভাববাদীকে কিছু প্রকাশ করেন, তারপর সেই ভাববাদী শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেন।

প্রকাশের আত্মা এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবন

লূক 2:25,26
25 আর দেখ, শিমিয়োন নামে এক ব্যক্তি যিরূশালেমে ছিলেন, তিনি ধার্ম্মিক ও ভক্ত, ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকিতেন, এবং পবিত্র আত্মা তাঁহার উপরে ছিলেন।
26 আর পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি প্রভুর খ্রীষ্টকে দেখিতে না পাইলে মৃত্যু দেখিবেন না।

প্রকাশের আত্মা হিসেবে পবিত্র আত্মা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে কর্মরত। এটি আমাদের সৌভাগ্য ঈশ্বরের আত্মাকে আকাঙ্ক্ষা করা ও তাঁর কথা শোনা, যিনি আমাদের কাছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে থাকেন। ঈশ্বরের আত্মা নির্দিষ্ট প্রকাশ নিয়ে আসবেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে পরামর্শ, সংশোধন, উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করার জন্য। যখন আমরা আমাদের জীবনকে ঈশ্বরের প্রকাশের কাছে উন্মুক্ত করবো, তখন আমরা পিতা, পুত্র এবং তাঁর বাক্যের তত্ত্বজ্ঞানে আরও বৃদ্ধি পাব।

3

পরাক্রমের আত্মা

একটি পুরনো ইংরাজি গান আছে যা আমরা গাইতাম:

"অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড দা স্পিরিট ইস মুভিং,
অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড,
এস দা প্রফেটস্ সেইড ইট উড বি,
অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড,
দেয়ারস্ আ মাইটি রেভেলেশন,
অফ দা গ্লোরি অফ দা লর্ড,
এস দা ওয়াটার্স কভার দা সি..."

এই কথাগুলি কতটা সত্য, তাই না! বর্তমান সময়ে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে মণ্ডলী ঈশ্বরের আত্মার একটা অনবরত ক্রমবর্ধমান কাজ উপলব্ধি করছে। এমনকি প্রধান ডিনোমিনেশনের মণ্ডলীগুলিও ঈশ্বরের আত্মার পরাক্রমশালী প্রবাহে বয়ে যাচ্ছে। এবং বর্তমানে পবিত্র আত্মার কাজের একটি বৈশিষ্ট্য হল সুস্থতা, অলৌকিক কাজ, এবং মন্দ আত্মার কাজগুলিকে পরাস্ত করার একটা ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা।

এই অধ্যায়ে, পবিত্র আত্মার এই কাজটিকে আমরা নিরীক্ষণ করে দেখতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি যে এটি আপনাকে পবিত্র আত্মাকে পরাক্রমের আত্মা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেবে। এই অধ্যয়নটি যেন আপনাকে উৎসাহিত করে তাঁর শক্তির প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে তাঁর উপস্থিতিকে বহিঃপ্রকাশ করার জন্য আন্তরিক ভাবে আকাঙ্ক্ষা করতে।

ঈশ্বরের আত্মা—পরাক্রমের আত্মা

যিশাইয় ১১:১,২
১ আর যিশয়ের গুঁড়ি হইতে এক পল্লব নির্গত হইবেন, ও তাহার মূল হইতে উৎপন্ন এক চারা ফল প্রদান করিবেন।

[2] আর সদাপ্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞার ও বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণার ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও সদাপ্রভুভয়ের আত্মা—তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন; আর তিনি সদাপ্রভুর-ভয়ে আমোদিত হইবেন।

যিশাইয় 11:1,2 পদের মধ্যে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন উপস্থাপিত কাজগুলির মধ্যে, একটি হল "পরাক্রমের আত্মা"। এটি পবিত্র আত্মাকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করে যিনি শক্তিতে, বলে ও ক্ষমতায় পরিপূর্ণ। এটি পবিত্র আত্মাকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করেন যিনি মহান কাজ করতে পারেন। তিনি হলেন পরাক্রমের আত্মা। তিনি বিষয়গুলি ঘটাতে পারেন।

বর্তমানেও ঈশ্বরের আত্মা পরাক্রমের আত্মা হিসেবে কর্মরত। তাঁর শক্তির কোনো হ্রাস ঘটেনি, কারণ তিনি অপরিবর্তনশীল। ঈশ্বরের আত্মা তাঁর শক্তিকে মানুষের উপর, স্থানে এবং বিষয়গুলির উপর ব্যপ্ত করেন। আরেক কথায়, মানুষেরা (ব্যক্তিগত অথবা দলগত), স্থান (সমস্ত ভৌগলিক অঞ্চল—শহর, গ্রাম, একটি সভাস্থ হওয়ার স্থান) এবং স্বাভাবিক পার্থিব বস্তু (কাপড়ের টুকরো, আবহাওয়া, ইত্যাদি) ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন উদাহরণ, ঈশ্বরের আত্মা একজন ব্যক্তির দেহের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে এবং মুহূর্তের মধ্যে সকল অসুস্থতা ও রোগ দূর করতে পারেন, সেটা যাই হোক না কেন। এক মুহূর্তের মধ্যে, পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা, টিউমার অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, অঙ্গ নতুন করে সৃষ্টি হতে পারে, পুরাতন অঙ্গ নতুন অঙ্গ দ্বারা প্রতিস্থাপন হতে পারে, শরীরের রক্ত শুচি হতে পারে, অসুস্থতার প্রত্যেকটি সূত্র সম্পূর্ণ ভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, এবং ইত্যাদি। ঈশ্বরের আত্মা একদল মানুষদের উপর কাজ করতে পারে, সে কয়েকজন হোক অথবা সহস্র সহস্র মানুষেরা হোক, এবং একই সময়ে সকলের জীবনে কাজ করতে পারেন। তিনি একটা সম্পূর্ণ গ্রামের মধ্যে অথবা শহরের উপরে কাজ করতে পারেন এবং সেখানকার "আত্মিক আবহাওয়া" পরিবর্তন করতে পারেন, এবং মানুষদের মধ্যে অনুতাপ নিয়ে আসতে পারেন ও প্রভু যীশুর দিকে তাদের মনকে পরিবর্তন করতে পারেন, এবং অলৌকিক কাজ ও সুস্থতার মাধ্যমে তাঁর পরাক্রমশালী উপস্থিতির প্রমাণ দিতে পারেন। ঈশ্বরের আত্মা তাঁর শক্তিকে কোনো বস্তুর মধ্যেও অবস্থিতি করাতে পারেন, যেমন একটি কাপড়ের টুকরো অথবা বস্ত্রের মধ্যে। এই কাপড়ের টুকরো অথবা বস্ত্র কিছু মুহূর্তের জন্য ঈশ্বরের আত্মার বাহক হয়ে ওঠে। এই শক্তি প্রবাহিত

হতে পারে ও অন্যান্য বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে—যেমন একজন অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হতে পারেন যখন সে সেই বস্ত্রের সংস্পর্শে আসে। ঈশ্বরের আত্মা আবহাওয়ার উপাদানগুলির মধ্যে কাজ করতে পারেন—বায়ু, মেঘ, এবং ইত্যাদি এবং সেইগুলিকে পরিবর্তন করতে পারেন।

সৃষ্টির সময়ে পরাক্রমের আত্মা

আদিপুস্তক 1:1-3

1 আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।

2 পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

3 পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল।

গীতসংহিতা 104:30

তুমি নিজ আত্মা পাঠাইলে তাহাদের সৃষ্টি হয়, আর তুমি ভূমিতল নবীন করিয়া থাক।

ঈশ্বরের আত্মা যখন জলধির উপর অবস্থিতি করছিলেন, তখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর বাক্য বললেন। ঈশ্বরের কাজের ক্রমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ঈশ্বরের আত্মা বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থিতি করছিলেন। তারপর সেই এলাকার উপর ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করা হল। এবং তারপর সবকিছু ঘটেছিল। এটা প্রমাণ দেয় যে ঈশ্বরের আত্মা হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ত্রিত্ব ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে কার্যকারী করেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি সৃষ্টি করেন, পরিবর্তন করেন, আকার দেন, এবং তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা বাক্য অনুযায়ী প্রাকৃতিক পৃথিবীকে গঠন করেন।

পরাক্রমের আত্মা শারীরিক শক্তি প্রদান করে

বিচারকর্ত্তৃগণ 14:6,19ক

6 তখন সদাপ্রভুর আত্মা তাঁহার উপরে সবলে আসিলেন, তাহাতে তাঁহার হস্তে কিছু না থাকিলেও তিনি ছাগবৎস ছিঁড়িবার মত ঐ সিংহকে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু কি করিয়াছেন, তাহা পিতামাতাকে কহিলেন না।

19 পরে সদাপ্রভুর আত্মা তাঁহার উপরে সবলে আসিলেন, আর তিনি অস্কিলোনে নামিয়া গিয়া তথাকার ত্রিশ জনকে আঘাত করিয়া তাহাদের বস্ত্র খুলিয়া লইয়া প্রহেলিকার অর্থকারীদিগকে যোড়া যোড়া বস্ত্র দিলেন।

বিচারকর্ত্তৃগণ ১৫:১৩খ-১৫

১৩ ...পরে তাহারা দুই গাছা নূতন রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিয়া ঐ শৈল হইতে লইয়া গেল।
১৪ তিনি লিহীতে উপস্থিত হইলে পলেষ্টীয়েরা তাঁহার কাছে গিয়া জয়ধ্বনি করিল। তখন সদাপ্রভুর আত্মা সবলে তাঁহার উপরে আসিলেন, আর তাঁহার দুই বাহুস্থিত দুই রজ্জু অগ্নিদগ্ধ শণের ন্যায় হইল, এবং তাঁহার দুই হস্ত হইতে বেড়ি খসিয়া পড়িল।
১৫ পরে তিনি এক গর্দ্দভের কাঁচা হনূ দেখিতে পাইয়া হস্ত বিস্তারপূর্ব্বক তাহা লইয়া তদ্দ্বারা সহস্র লোককে আঘাত করিলেন।

১ রাজাবলি ১৮:৪৪খ-৪৬

৪৪ ...তখন এলিয় কহিলেন, উঠিয়া গিয়া আহাবকে বল, [রথে অশ্ব] যুড়িয়া নামিয়া যাউন, পাছে বৃষ্টিতে আপনার গমনের ব্যাঘাত হয়।
৪৫ আর অমনি মেঘে ও বায়ুতে আকাশ ঘোর হইয়া উঠিল ও ভারী বৃষ্টি হইল; তাহাতে আহাব শকটারোহণে যিষ্রিয়েলে গমন করিলেন।
৪৬ আর সদাপ্রভুর হস্ত এলিয়ের উপরে অবস্থিতি করিতেছিল, তাই তিনি কটি বন্ধন করিয়া যিষ্রিয়েলের প্রবেশ-স্থান পর্য্যন্ত আহাবের অগ্রে অগ্রে দৌড়িয়া গেলেন।

উপরের প্রত্যেকটি শাস্ত্রাংশ স্পষ্ট ভাবে দেখায় যে ঈশ্বরের আত্মা মানুষদের মধ্যে কাজ করেন এবং তাদেরকে অলৌকিক শারীরিক শক্তি প্রদান করেন। শিম্‌শোন নিজের হাতে একটি সিংহকে মেরেছিলেন, অনেক মানুষদের উপর প্রবল হয়েছিলেন, এবং যে দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সেই দড়ি তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, এবং এইগুলি সম্ভব হয়েছিল কারণ *"তখন সদাপ্রভুর আত্মা তাঁহার উপর সবলে আসিলেন"।* একইভাবে, কল্পনা করুন যে একজন ব্যক্তি রথের চেয়েও বেশী দ্রুত দৌড়চ্ছেন। স্বাভাবিক ভাবে এটি সম্ভব নয়। কিন্তু, "সদাপ্রভুর শক্তির" কারণে, যেটাকে সদাপ্রভুর আত্মাকে সবলে আসার কথা বলা হয়েছে, এলীয় এই কাজটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পবিত্র আত্মা পরিবর্তিত হননি। তিনি অতীতে যা কিছু করেছেন, তিনি আজও একই কাজ করতে পারেন। যেহেতু সময় পরিবর্তিত হয়েছে, আমরা হয়তো এমন কোনো পরিস্থিতিতে নাও পড়তে পারি যেখানে আমাদের অলৌকিক শক্তির প্রয়োজন হতে পারে একটি সিংহকে মারার জন্য অথবা রথের চেয়েও দ্রুত দৌড়ানোর জন্য। কিন্তু, এমনও ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা আমাদের শরীরের উপর ঈশ্বরের আত্মার অলৌকিক শক্তিকে অনুভব করতে পারি। উদাহরণ হিসেবে, কল্পনা করুন সমস্ত দিন কর্মক্ষেত্রে আপনি অক্লান্ত

পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর আপনি এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়েছেন যেখানে আপনাকে অন্য কাউকে পরিচর্যা করতে বলা হয়েছে। আপনি হয়তো শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্লান্ত। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, ঈশ্বরের আত্মা আপনার শরীর ও মনকে অলৌকিক ভাবে শক্তিযুক্ত করতে পারেন যাতে আপনি পরিচর্যা করার কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন (দেখুন রোমীয় 8:11)।

পরাক্রমের শক্তি যা বিরোধীদের পরাস্ত করে

সখরিয় 4:6,7

6 তখন তিনি উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, এ সরুব্বাবিলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য, 'পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।
7 হে বৃহৎ পর্ব্বত, তুমি কে? সরুব্বাবিলের সম্মুখে তুমি সমভূমি হইবে, এবং 'প্রীতি, প্রীতি, ইহার প্রতি,' এই হর্ষধ্বনির সহিত সে মস্তকস্বরূপ প্রস্তরখানি বাহির করিয়া আনিবে।

যিশাইয় 59:19

তাহাতে সদাপ্রভুর নাম হইতে পশ্চিম দেশীয়েরা, তাঁহার প্রতাপ হইতে সূর্য্যোদয়স্থানের লোকেরা ভীত হইবে; কারণ তিনি এমন প্রবল বন্যার ন্যায় আসিবেন, যাহা সদাপ্রভুর বায়ু দ্বারা তাড়িত।

সরুব্বাবিল ও যিহোশূয়ের নেতৃত্বে যে ইহুদীরা তাদের দেশে ফিরে এসেছিল তাদের কাছে মন্দির নির্মাণ করার একটা দায়িত্ব ছিল। কিন্তু, তারা প্রতিবেশী শমরিয়দের থেকে অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন করেছিল, যারা তাদের কাজটিকে আটকে দিয়েছিল। প্রায় 12 বছর পর, সখরিয় ও হগয় ভাববাদীর দ্বারা উৎসাহ লাভ করে, লোকেরা মন্দির নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু করেছিল। সরুব্বাবিল, যিনি যিহূদার রাজ্যপাল ছিলেন, তিনি প্রাথমিক ভাবে এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন। সখরিয় 4:6,7 স্পষ্ট ভাবে বলে যে ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা সফল হবে। বিরোধীদের প্রত্যেকটি "বৃহৎ পর্বত" সমতল হয়ে যাবে। যখন কোন পুরুষ ও মহিলা ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হন ও কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য তাঁর আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হন, তখন শত্রুপক্ষের কোনো বিরোধিতা অথবা কাজ দাঁড়াতে পারবে না। পবিত্র আত্মার শক্তিতে সেই কাজটিকে সম্পন্ন করা সম্ভব।

এটা এইও দেখায় যে ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা শক্তিযুক্ত হওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এটি কোনো ধর্মীয় প্রচেষ্টা নয় যা তাড়নার বিরোধিতা করবে, কিন্তু ঈশ্বরের অভিষেক। একটি অভিষিক্ত মণ্ডলী দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে।

পরাৎপরের শক্তি

লূক 1:30-35

30 দূত তাঁহাকে কহিলেন, মরিয়ম, ভয় করিও না, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ।

31 আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবে।

32 তিনি মহান্ হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে; আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন;

33 তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না।

34 তখন মরিয়ম দূতকে কহিলেন, ইহা কিরূপে হইবে? আমি ত পুরুষকে জানি না।

35 দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।

মরিয়মের গর্ভে ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা এই অলৌকিক সৃজনশীল কাজের দ্বারাই যীশুর মানব রূপ নিয়ে জন্ম সম্ভব হয়েছিল। যা স্বাভাবিক ভাবে অসম্ভব ছিল তা পরাৎপরের শক্তির কারণে সম্ভব হয়েছিল। পবিত্র আত্মা যদি এই প্রকারের অলৌকিক কাজ মরিয়মের শারীরিক দেহে করতে পারেন, এবং যেহেতু তিনি অপরিবর্তনশীল ঈশ্বর (মালাখি 3:6), তাহলে কেনই বা বর্তমানে আমাদের শরীরের মধ্যে সুস্থতার ও এই প্রকারের অলৌকিক সৃজনশীল কাজ অসম্ভব বলে মনে করবো? আমাদের তা করা উচিৎ নয়! পবিত্র আত্মা আজও মানুষের উপর আসতে পারেন ও তাদের শারীরিক দেহে সুস্থতার অলৌকিক কাজ করতে পারেন!

পবিত্র আত্মা ও শক্তি দ্বারা অভিষিক্ত

লূক 4:14,18,19

14 তখন যীশু আত্মার পরাক্রমে গালীলে ফিরিয়া গেলেন, এবং তাঁহার কীর্ত্তি চারিদিকের সমুদয় অঞ্চলে ব্যাপিল।

18 "প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন,

দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুর্দ্দান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য,
[19] প্রভুত প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করিবার জন্য"।

প্রেরিত্ 10:38
ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা, কিরূপে ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেন; তিনি হিতকার্য্য করিয়া বেড়াইতেন, এবং দিয়াবল কর্ত্তৃক প্রপীড়িত সকল লোককে সুস্থ করিতেন; কারণ ঈশ্বর তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন।

যীশুর জন্মের সময়ে, ঈশ্বরের বাক্য, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর, মাংসে মূর্তিমান হলেন। যীশুর পার্থিব পরিচর্যাকালে, তিনি তাঁর সর্বশক্তিমান, সর্ববিরাজমান ও সর্বজ্ঞানী শক্তিগুলিকে পাশে সরিয়ে রেখেছিলেন (ফিলিপীয় 2:6-8; যোহন 17:5)। তিনি আপনার ও আমার মতন চলাফেরা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (ইব্রীয় 2:14,17)। তাঁর পরিচর্যা ছিল ঈশ্বরের অভিষেকের ফলাফল—পবিত্র আত্মার শক্তি ও উপস্থিতি। তিনি অলৌকিক কাজগুলি করতে পেরেছিলেন কারণ পবিত্র আত্মা তাঁর জীবনের মধ্যে দিয়ে কাজ করেছিলেন। এটা উপলব্ধি করা কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? কারণ, যখন আমরা এটাকে উপলব্ধি করতে পারি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে যীশু যোহন 14:12 পদে কী বলেছিলেন—*"সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি"।* "যেকেউ" বলতে আপনার ও আমার মতো সাধারণ মানুষদেরকে বোঝায়। তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে, যীশু বলেছেন যে আমরা সেই কাজ করতে পারব যা তিনি করতেন। আমরা সুসমাচার প্রচার করবো, ভগ্ন হৃদয়ের মানুষদের সুস্থ করবো, অসুস্থ লোকেদের সুস্থ করবো, মন্দ আত্মাদের দূর করবো এবং ঈশ্বরের পরাক্রমশালী শক্তিকে প্রদর্শন করবো। কীভাবে সেটা সম্ভব হবে? একইভাবে, যেভাবে যীশু করেছিলেন—পবিত্র আত্মার শক্তিতে। যীশু যখন স্বর্গে পিতার কাছে চলে গেলেন, তখন তিনি তাঁর আত্মাকে পাঠিয়েছিলেন সেই সকল মানুষদের মধ্যে ও দ্বারা কাজ করার জন্য যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে। পবিত্র আত্মার শক্তিতে, আমরা বিশ্বাসীরা সেই কাজগুলি করতে পারব যা যীশু করেছিলেন।

সকল বিশ্বাসীদের জন্য পরাক্রমের আত্মা

প্রেরিত্ ।:4,8

4 আর তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সমবেত হইয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যিরূশালেম হইতে প্রস্থান করিও না, কিন্তু পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায় থাক।

8 কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদীয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে।

প্রেরিত্ 2:38,39

38 তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে।

39 কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্ত্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন।

যীশুর শিষ্যদের প্রতি তাঁর শেষ আদেশগুলির মধ্যে একটি হল "পিতার অঙ্গীকৃত দানের জন্য অপেক্ষা করা"। পিতা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি সকল মাংসের উপর পবিত্র আত্মা ঢেলে দেবেন (যোয়েল 2:28,29)। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সময়ে চলে এসেছিল এবং যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে এর জন্য প্রস্তুত করছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে যখন সেই আত্মা তাদের উপর এসে পড়বে, তখন তারা শক্তি প্রাপ্ত হবে। এটা ছিল ঈশ্বরের শক্তি—ঐশ্বরিক শক্তি, কোনো পার্থিব শক্তি নয়। তারপর, অবশেষে তা ঘটেছিল। "সেই প্রতিজ্ঞাকে" পঞ্চাশত্তামির দিনে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। প্রেরিত পিতর, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদেরকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার পর, তাদের কাছেও সেই "প্রতিজ্ঞাকে" এগিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে এই "প্রতিজ্ঞা" শুধুমাত্র তাদের জন্য নয়, কিন্তু তাদের সন্তানদের জন্যও, যারা দূরে থাকে তাদের জন্যও, এবং সেই সকল মানুষদের জন্য যাদেরকে "আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আহ্বান করবেন"। আরেক কথায়, যতদিন ধরে ঈশ্বর মানুষদেরকে তাঁর রাজ্যে আমন্ত্রণ করতে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত এই "প্রতিজ্ঞা" তাদের কাছে উপলব্ধ থাকবে। এই "প্রতিজ্ঞা"—পবিত্র আত্মার বর্ষণ সকল বিশ্বাসীদের কাছে উপলব্ধ। প্রত্যেক বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার বর্ষণ লাভ করতে পারে এবং তার জীবনে ও জীবনের মধ্যে দিয়ে

ঈশ্বরের আত্মার শক্তিকে অনুভব করতে পারে।

প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীতে পরাক্রমের আত্মা

প্রেরিতের পুস্তক প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার কাজগুলিকে নথিভুক্ত করে রাখে। আমরা মানুষদের সুস্থতার ঘটনাগুলি পড়ি—খঞ্জ হাঁটতে পারছে, মৃত জীবিত হয়েছে, মন্দ আত্মাদের দূর করা হয়েছে, ইত্যাদি। ঈশ্বরের শক্তি এতটা প্রবল ভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল যে লোকেরা প্রার্থনা করা রুমালের স্পর্শ দ্বারা সুস্থ হয়েছিল, এমনকি পিতরের ছায়া যখন অসুস্থ লোকের উপর পড়েছিল, তখন তারা সুস্থ হয়েছিল। আমরা পড়েছি যে ঈশ্বরের আত্মার কাছে মিথ্যা কথা বলার জন্য মানুষেরা মারা গিয়েছিলেন, ঈশ্বরের দাসদের বিরোধিতা করার জন্য একজন ব্যক্তি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ইত্যাদি। প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলী কোনো পুঁথিগত মণ্ডলী ছিল না, যারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের বিষয়ে কথাবার্তা বলত। না! প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলী তাদের মাঝখানে ঈশ্বরকে অনুভব করেছিল। প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলী হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর কাছে ঈশ্বরের শক্তিকে প্রদর্শন করেছিল। এটা ঈশ্বরের আত্মার শক্তিতে সম্ভব ছিল যিনি তাদের মধ্যে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানের মণ্ডলীগুলিও আলাদা নয়। আমরাও যেন পবিত্র আত্মাকে আমাদের মাঝে নির্দ্বিধায় কাজ করতে দিই। কি লজ্জাজনক বিষয় যখন আমরা আমাদের বাক্‌পটু প্রচারগুলিকে ও অনুষ্ঠানগুলিকে তুলে ধরি কিন্তু পবিত্র আত্মাকে অনুমতি দিই না তাঁর শক্তিকে আমাদের মাঝে প্রদর্শন করার জন্য।

বাক্যের পরিচর্যার মধ্যে পরাক্রমের আত্মা

I করিন্থীয় 2:4,5

[4] আর আমার বাক্য ও আমার প্রচার জ্ঞানের প্ররোচক বাক্যযুক্ত ছিল না, বরং আত্মার ও পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত ছিল,

[5] যেন তোমাদের বিশ্বাস মনুষ্যদের জ্ঞানযুক্ত না হইয়া ঈশ্বরের পরাক্রমযুক্ত হয়।

I করিন্থীয় 4:20

কেননা ঈশ্বরের রাজ্য কথায় নয়, কিন্তু পরাক্রমে।

ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যা কোনো বুদ্ধিগত একটা অনুশীলন নয়। এটি একটি আত্মিক কাজ যেটাকে অবশ্যই ঈশ্বরের আত্মার শক্তিতে ব্যবহার করা উচিৎ। "জ্ঞানের প্ররোচক বাক্য" ব্যবহার করা ভুল নয়, কারণ পৌল

বলেছেন যে তিনি পরিপক্ক লোকেদের কাছে প্রজ্ঞা সহকারে কথা বলেছিলেন, যদিও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সহকারে কাজ করেছিলেন, এই জগতের প্রজ্ঞা অনুযায়ী নয় (I করিন্থীয় 2:6,7)। কিন্তু, বাক্যের পরিচর্যাকারীরা যেন "বুদ্ধিমান ও জ্ঞানের প্ররোচক বাক্যের" উপর নির্ভর না করে, কিন্তু পরাক্রমের আত্মার কাজ ও প্রদর্শনের উপর নির্ভর করে (I থিষলনীকীয় 1:5 দেখুন)। এটা দেখতে পাওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক যে অনেক স্থানে, মণ্ডলী বুদ্ধি ও জ্ঞানকে ঈশ্বরের আত্মার উপরে স্থান দিয়েছে। অনেক মণ্ডলীতে অভিষিক্ত হওয়ার তুলনায় বুদ্ধিমান হওয়াটা বেশী আকাঙ্ক্ষিত। কী লজ্জার বিষয়! পবিত্র আত্মার শক্তিতে বাক্যের পরিচর্যা করার ঈশ্বরের আসল উদ্দেশ্যের থেকে এটা কতটা ভিন্ন ও বিপরীত! ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যাকারী হিসেবে আমরা যেন অবশ্যই মনে রাখি যে *"ঈশ্বরের রাজ্য কথায় নয়, কিন্তু পরাক্রমে"* (I করিন্থীয় 4:20)।

পরাক্রমের আত্মা এবং তাঁর অনুগ্রহ দান

I করিন্থীয় 12:7-11 পদের মধ্যে তালিকাভুক্ত পবিত্র আত্মার নয়টি বরদানের মধ্যে, অন্তত তিনটি বরদান আছে যা ঈশ্বরের শক্তিকে প্রদর্শন করে। বিশ্বাসের বরদান, সুস্থতার বরদান, এবং অলৌকিক ও চিহ্ন কাজ করার বরদান হল পরাক্রমের আত্মা হিসেবে পবিত্র আত্মার কাজের পরিণাম। আমরা যেন আত্মার এই প্রকাশগুলিকে আরও বেশী করে আকাঙ্ক্ষা করি।

পরাক্রমের আত্মা এবং পরিচর্যার দায়িত্বপদ

2 করিন্থীয় 12:12
প্রেরিতের চিহ্ন সকল তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ধৈর্য্য সহকারে, নানা চিহ্নকার্য্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও পরাক্রমকার্য্য দ্বারা, সম্পন্ন হইয়াছে।

পরাক্রমের আত্মা এক বিশেষ ভাবে সেই ব্যক্তিদের উপর এসে পরে যাদেরকে পরিচর্যার দায়িত্বপদের জন্য আহ্বান করা হয়েছে (প্রেরিত, ভাববাদী, পালক, শিক্ষক, ও সুসমাচার প্রচারক), বিশেষ করে যারা প্রেরিতদের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। প্রেরিতদের কাজ অলৌকিক চিহ্ন কাজ দ্বারা, আশ্চর্য কাজ দ্বারা চিহ্নিত যা পরাক্রমের আত্মার বিশেষ অভিষেকের কারণে বেরিয়ে আসে।

পরাক্রমের আত্মা এবং আপনি

ঈশ্বরের আত্মা প্রত্যেক বিশ্বাসীদের মধ্যে দিয়ে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা করেন, আমাদের প্রত্যেককে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ও তাঁর ইচ্ছামতো কাজগুলিকে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেন। কিন্তু, তিনি ততটাই কাজ করবেন যতটা আমরা তাঁকে কাজ করতে দেবো। আমরা আপনাকে উৎসাহিত করতে চাই যে আপনারা যেন ঈশ্বরের আত্মাকে আপনাদের মধ্যে পরাক্রমের আত্মা হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেন ও আকাঙ্ক্ষা করেন। যাতে এই পৃথিবী জানতে পারে যে যীশু খ্রীষ্ট সকল কিছুর প্রভু!

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় 2000 বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে এই জগতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছেন ও করেছেন, তার দ্বারা ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, বধিরদের শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটিকে প্রচুর সংখ্যক রুটিতে পরিণত করে ক্ষুধার্তদের খাইয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং সেই সকল কাজ করেছি যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে এক অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে প্রবেশ করার ফলস্বরূপ ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালীন পৃথকীকরণ।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, ***"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন"*** **(রোমীয় 6:23)**। যীশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায় অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি পাক। আর সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রদান করতে পারেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন—আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা কাজ করতে হবে—প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর যা করেছিলেন তা স্বীকার করতে হবে এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে।

"... যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়" **(প্রেরিত 10:43)।**

"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে" **(রোমীয় 10:9)।**

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা রয়েছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস তথা তিনি ক্রুশের উপর যা করেছেন, তা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে ও পাপের ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা নির্দেশরেখা মাত্র। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গেছ, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত সেচন করেছ এবং আমার পাপের মূল্য দিয়েছ, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য যা করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছ এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছ। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, না অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছ, তুমি আমার পাপের মূল্য দিয়েছ, তুমি মৃতদের মধ্যে থেকে উত্থিত হয়েছ, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমেন।

অল পিপালস্ চার্চের সম্বন্ধে কিছু কথা

অল পিপালস্ চার্চ (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবণ ও জ্যোতির মতো হওয়া এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হওয়া।

অল পিপালস্ চার্চ হল **যীশুকে প্রেম করা, ঈশ্বরের বাক্য কেন্দ্রিক, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ,** পরিবার মণ্ডলী, একটি প্রস্তুতির কেন্দ্র, এক মিশন ভিত্তিক ও বিশ্বব্যাপী প্রসারিত মণ্ডলী।

- একটি **পরিবার মণ্ডলী** হিসেবে, আমরা খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক সহভাগীতায় একটি সম্প্রদায় হিসেবে বেড়ে উঠি, ঈশ্বরের দেহ হিসেবে পরস্পরের যত্ন নিয়ে থাকি ও প্রেম করি।
- একটি **প্রস্তুতি কেন্দ্র** হিসেবে, আমরা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে শক্তিযুক্ত করি ও প্রস্তুত করি একটি বিজয়ী জীবনযাপন করার জন্য, খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি অনুযায়ী পরিপক্ক হওয়ার জন্য এবং তাদের জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য।
- এক **মিশন ভিত্তিক** হিসেবে, এই শহরটিকে, আমাদের দেশকে আশীর্বাদ করার জন্য ও ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে অন্যান্য দেশে যীশু খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার জন্য ও পবিত্র আত্মার শক্তির অলৌকিক প্রদর্শন করার জন্য অর্থপূর্ণ পরিচর্যাতে নিজেদের নিযুক্ত করি।
- এক **বিশ্বব্যাপী প্রসারিত মণ্ডলী** হিসেবে, আমরা স্থানীয়ভাবে ও বিশ্বব্যাপীভাবে ঈশ্বরভক্ত নেতৃবৃন্দ ও আত্মায় পূর্ণ মণ্ডলীগুলিকে লালন-পালন করার দ্বারা সেবা করে থাকি, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তাদের অঞ্চলগুলিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

অল পিপালস্ চার্চে, ঈশ্বরের আত্মার অভিষেক ও প্রদর্শনে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ও আপসহীন বাক্যকে উপস্থাপন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ অ্যাপলজেটিক্স, সমকালীন পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি কখনই ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার শক্তিতে, চিহ্নকাজ, আশ্চর্যকাজ, পবিত্র আত্মার বরদান সহকারে, ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতির বিকল্প হতে পারে না (1 করিন্থীয় 2:4,5; ইব্রীয় 2:3,4)। আমাদের মূল বিষয় হলেন যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আবেগ হল মানুষ, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মত পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অল পিপালস্ চার্চ -এর অনেক মণ্ডলী রয়েছে। অল পিপালস্ চার্চ -এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে **apcwo.org/locations** দেখুন, অথবা **contact@apcwo.org** এ ই-মেইল পাঠান।

বিনামূল্যে যে পুস্তকগুলি উপলব্ধ আছে

A Church in Revival
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change
Code of Honor
Divine Favor
Divine Order in the Citywide Church
Don't Compromise Your Calling
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Giving Birth to the Purposes of God
God Is a Good God
God's Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Offenses—Don't Take Them
Open Heavens
Our Redemption
Receiving God's Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
The Conquest of the Mind
The Father's Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power
The Wonderful Benefits of Praying in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work—Its Original Design

নিয়মিত নতুন পুস্তক প্রকাশিত হয়ে থাকে। উপরের পুস্তকগুলির PDF সংস্করণ, অডিও, এবং অন্যান্য মাধ্যমে বিনামূল্যে চার্চের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: **apcwo.org/books** এই পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষাতেও উপলব্ধ রয়েছে। এ ছাড়াও, বিনামূল্যে অডিও ও ভিডিও-তে প্রচার শোনার জন্য, প্রচারের টীকা, এবং আরও অন্যান্য নিশুল্ক উপাদান লাভ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/sermons**

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান করে থাকে মানুষকে জীবনের প্রতিকূলতাগুলিকে সম্মুখীন ও অতিক্রম করতে সাহায্য করার জন্য। ক্রিসালিস কাউন্সেলিং হল পেশাগত ভাবে প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ খ্রীষ্টিয় পরামর্শদাতাদের একটি দল।

আমাদের এই পরিষেবা সকল বয়সের মানুষদের জন্য উপলব্ধ রয়েছে এবং জীবনের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিকূলতার সাথে মোকাবিলা করে থাকে।

কৈশোর
ব্যক্তিগত মীমাংসা
সম্পর্ক সম্বন্ধীয় সমস্যা
পড়াশোনায় বিফলতা
কর্মক্ষেত্রে সমস্যা
পরিবার/দম্পতি: প্রাক-বিবাহ, বিবাহ
পিতা-মাতা/সন্তান/ভাই-বোন/সমকক্ষ
আচরণগত ব্যাধি
পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার
মনস্তাত্ত্বিক/আবেগজনিত সমস্যা
মানসিক চাপ/মানসিক আঘাত
মদ/মাদক আসক্তি
আধ্যাত্মিক সমস্যা
লাইফ কোচিং

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং -এর পরিষেবা ফি সাশ্রয়ী ও সহজে উপলব্ধ।

আমাদের কোন একজন প্রশিক্ষিত পরামর্শদাতার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট -এর সময় স্থির করার জন্য:

ওয়েবসাইট: chrysalislife.org
ফোন: +91-80-25452617 অথবা টোল ফ্রি (শুধুমাত্র ভারতে) 1-800-300-00998
ই-মেইল: counselor@chrysalislife.org

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং **অল পিপালস্ চার্চ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড আউটরিচ**-এর একটি পরিচর্যা।

অল পিপালস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন

অল পিপালস্ চার্চ একটি স্থানীয় মণ্ডলী হিসেবে নিজ সীমার ঊর্ধ্বে গিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে, যেখানে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কেন্দ্র করি (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করা এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য অধিবেশন সমস্ত বছর জুড়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, বিশ্বাসীদের বাক্যে ও আত্মায় তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েক হাজার পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

আমরা আপনাকে এককালীন দান প্রদান অথবা মাসিকভাবে আর্থিক দান পাঠানোর দ্বারা আর্থিকভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাই। আমাদের দেশব্যাপী এই কাজের জন্য সাহায্যার্থে আপনার পাঠানো যে কোন পরিমাণ অর্থ বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

আপনারা আপনাদের দান চেক/ব্যাংক ড্রাফটের দ্বারা "All Peoples Church" এই নামে আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। নতুবা, আপনি সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দান করতে পারেন। আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নিচে দেওয়া হল:

একাউন্টের নাম: All Peoples Church
একাউন্ট নম্বর: 50200068829058
IFSC কোড: HDFC0004367
ব্যাংকের নাম: HDFC Bank, 7M/308 80Ft Rd, HRBR Layout, Kalyan Nagar, Bengaluru, 560043, Karnataka, India

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন: *অল পিপালস্ চার্চ শুধুমাত্র কোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যখন আপনি দান করছেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে আমাদের পরিচর্যার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আপনি দান করছেন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন:* **apcwo.org/give**

এ ছাড়াও, আমাদের জন্য ও আমাদের পরিচর্যার জন্য যখনই সম্ভব, প্রার্থনায় স্মরণে রাখবেন।

ধন্যবাদ ও ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for
"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

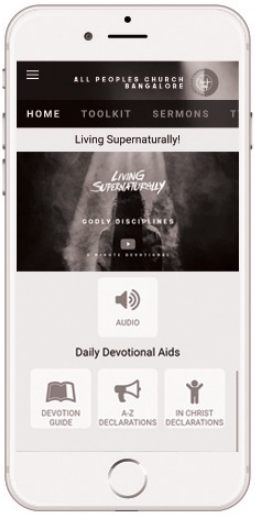

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজ

apcbiblecollege.org

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই, যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে আমাদের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত করার উপর, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত তিনটি কার্যক্রম আমরা প্রদান করি:

- এক বছরের সার্টিফিকেট ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (C.Th.)
- দুই বছরের ডিপ্লোমা ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (Dip.Th.)
- তিন বছরের ব্যাচেলর ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, **সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল 9 টা থেকে দুপুর 12 টা (UTC +5:30) পর্যন্ত।** শিক্ষা গ্রহণ করার তিনটি বিকল্প আমরা প্রদান করে থাকি।

- **চার্চ ক্যাম্পাসে:** ক্যাম্পাসের মধ্যে শারীরিক ভাবে মিলিত হয়ে ক্লাস করা।
- **অনলাইন:** অনলাইনে লাইভ লেকচারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
- **ই-লার্নিং:** অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নিজের সুবিধামত গতিতে শিক্ষা গ্রহণ করা। **apcbiblecollege.org/elearn**

অনলাইনে আবেদন করার জন্য, এবং কলেজ, পাঠ্যক্রম, অংশগ্রহণ করার জন্য যোগ্যতা, খরচ সম্বন্ধে আরও তথ্য জানার জন্য এবং আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে **apcbiblecollege.org** ওয়েবসাইট দেখুন।

পিতা ও পুত্রের সাথে একসঙ্গে পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর। এবং তিনি এই পৃথিবীতে উপস্থিত আছেন - ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে ও মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করেন। তিনি নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেন এবং ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে দিয়ে কাজ করেন, এবং তাদেরকে অনেক কিছু সম্পন্ন করার ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন। এই পুস্তকে, আমাদের উদ্দেশ্য হল আপনাকে ঈশ্বরের আত্মার প্রজ্ঞা, প্রকাশ ও পরাক্রমের দিকগুলি নিয়ে অবগত করা।

ঈশ্বরের আত্মা প্রত্যেক বিশ্বাসীদের মধ্যে দিয়ে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা করেন, এবং প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে সেইরকম হতে ও সেই কাজ করতে সক্ষম করেন, যেমন ঈশ্বর তাদের থেকে আশা করেন ও পরিকল্পনা করে রেখেছেন। কিন্তু, তিনি ততটা মাত্রাতে কাজ করতে পারবেন ও করবেন যতটা আপনি করতে দেবেন। আমরা আপনাকে উৎসাহিত করতে চাই যে আপনারা যেন ঈশ্বরের আত্মাকে আপনাদের মধ্যে পরাক্রমের আত্মা হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেন ও আকাঙ্ক্ষা করেন। যাতে এই পৃথিবী জানতে পারে যে যীশু খ্রীষ্ট সকল কিছুর প্রভু!

All Peoples Church & World Outreach
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org